Mohanbanshi Nupurdhani

Gargi Bhattacharya

Copyrighted Material

মোহনবাঁশি

নূপুরধ্বনি

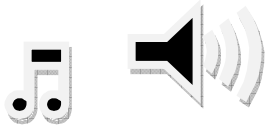

গার্গী ভট্টাচার্য

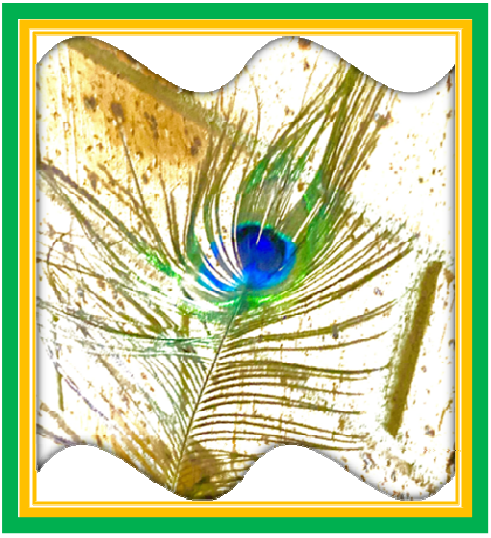

My website :

www.gargiz.com

Info:: ISKCON .

And thanks to Anirban Das (Anir Vaai) for ILISH

The book cover is designed by me; also the covers of my books --Tomari Sarengi,Raatpari,Keyur,

Kaalpurush O Pahari Moinaguli,

Suhel ,Sacred Lemongrass, The Cosmic Bend , Paap O Ramdhanu etc.

In this book I have used images from www.pixabay.com

under CCO, creative commons license.

To Sebi

with love and prayers ,

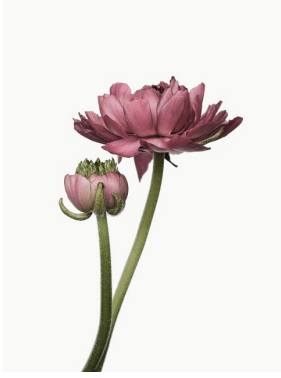

This book is intended for spiritual aspirants . Please don't follow the advices randomly suggested here.

I do not take any responsibility for any damage caused by any of the following suggestion given here .

Author.

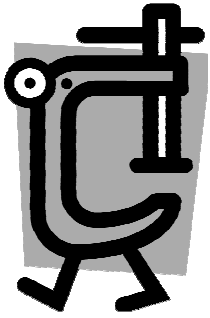

KRISHNA

A poem by SRI/RISHI AUROBINDO

At last I find a meaning of soul's birth
Into this universe terrible and sweet,
I, who have felt the hungry heart of earth
Aspiring beyond heaven to Krishna's feet.

I have seen the beauty of immortal eyes,
And heard the passion of the Lover's flute,
And known a deathless ecstasy's surprise
And sorrow in my heart for ever mute.

Nearer and nearer now the music draws,
Life shudders with a strange felicity;
All Nature is a wide enamoured pause
Hoping her lord to touch, to clasp, to be.

For this one moment lived the ages past;
The world now throbs fulfilled in me at last.

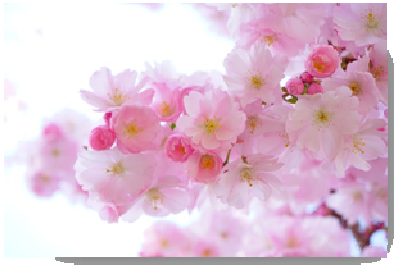

ঋষি অরবিন্দ নিজেই ছিলেন কৃষ্ণ । যখন তিনি জেলে বন্দী ছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে অনেকবারই কারাগারে দেখা দেন । আধ্যাত্মিক আদেশ দেন এবং শ্রী অরবিন্দের জীবন সম্পূর্ণভাবে বদলে যায় । আবার ঠিক এই সময়ই জন্মান পাকিস্তানের অন্তর্গত পাঞ্জাবে , পাপাজী যাকে সমাজ চেনে হরিবংশ লাল পুঞ্জা নামে । তিনিও ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের অবতার । আর তাঁর অন্যাংশ যিনি আজও জীবিত তিনি হলেন গঙ্গা মীরা । এক বেলজিয়ান সন্ন্যাসিনী । উনিও শ্রীরাধিকা । পাপাজীর টুইন ফ্লেম । অর্থাৎ ভগবানের আত্মা মানে পুণ্যাত্মা থেকে একই সাথে বহু অবতার জন্ম গ্রহণ করতে সক্ষম হন । যেমন

শ্রী অরবিন্দের কন্যা সমা দা মাদার এক রাধা আর অন্য রাধা হলেন গঙ্গা মীরা । যিনি আজও বেঁচে আছেন ও সৎ সঙ্গ দেন । পাপাজী ও তাঁর একটি কন্যাও আছে যাঁর নাম মুক্তি ।

চমৎকার নাম , তাইনা ?

শ্রী বৃন্দাবনে একটি মন্দির আছে । বাঁকে বিহারী মন্দির । শোনা যায় যে এই বাঁকে বিহারীজী নাকি আদতে রাধারাণী ও শ্রীকৃষ্ণের মিলিত একটি রূপ । স্বামী হরিদাস সর্বপ্রথম এই রূপের পুজো করেন । তখন এর নাম ছিলো কুঞ্জবিহারী । বলা হয় গোলকধামে এই সন্ত হরিদাসই আদতে রাধিকার, সখী ললিতারাণী । সন্ত হরিদাস ছিলেন তানসেনের সংগীত শিক্ষক । তিনি নিজেও গীতিকার ও সুগায়ক ছিলেন ।

ভক্তের মধুর গানে ভগবানের আবির্ভাব হয় ও অত:পরে তাঁরা একই রূপে মিলিত হন কারণ হরিদাসজী বলেন যে দুই রূপকে ভজন ও পূজা করে সন্তুষ্ট: করা তার অসাধ্য । এইসবই প্রচলিত কথাকাহিনী । ইতিহাস কিনা আমার জানা নেই ।

স্বয়ং ঈশ্বরের অসাধ্য কিছুই নেই । তিনিই পরাব্রহ্মঃ আবার তিনিই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু পরমানু । তিনিই বরাহ আবার তিনিই দেন বরাভয় । কাজেই একই সাথে দুটি কৃষ্ণ ও দু জোড়া রাধারাণী জন্মানো অবাক করা কান্ড মোটেই নয় । আবার যুধিষ্ঠির ছিলেন ধর্মপুত্র আর অন্যদিকে বিদুর ছিলেন স্বয়ং ধর্ম । কাজেই এইক্ষেত্রেও আবার যমরাজ /ধর্মরাজ একই সাথে দুই অঙ্গে জন্ম নেন । চলতি কথাতেও বলা হয় যে একই আত্মার অনেক দিক । যেমন জন্ম নিয়ে ফেলার পরেও তার কিছু অংশ অন্যান্য জগতের পরিযায়ী আত্মা অথবা বাসিন্দাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে সক্ষম হয় ।

তবে আমি এই বইটি লিখতে বসেছি কৃষ্ণকে নিয়ে নয় ইস্কনকে নিয়ে । আমার নিজের চোখে দেখা এই প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে । আর অনেক অনেক নতুন তথ্য আপনাদের দেবো । একদম অন্তর থেকে । সাচ্চা জিনিস । কোনো ভেজাল নেই । লাইক, শেয়ার করতে ভুলবেন না যেন ।

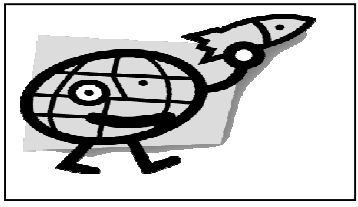

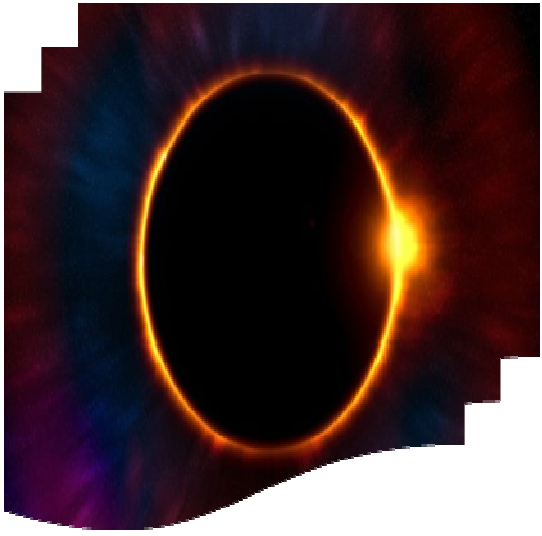

নামটি হল ময়নামতী । থাকে সাগরপাড়ে এক রূপনগরে । শুনে মনে হয় মানবী । আসলে সে এক ইলিশ মাছ । রূপার মত দেহ আর গোলাপী আভা ঠোঁটে । ময়নামতীর এহেন নামের কারণ তার পতিদেব এক ধনী মৎস্য ব্যবসাদার । বহু মাছের আড়ৎ তার । কিন্তু রূপবতী ময়নাকে সে বিয়ে করেছে । মাছকে বিয়ে ?

কেন নয় ? বিয়ের সাথে জাতি , ধর্মের যদি কোনো সম্পর্ক না থাকে তাহলে প্রজাতির থাকবে কেন ? তাই ওরা বিয়ে করেছে । তা বেশ করেছে ।

ওদের প্রেম হল রাধা কৃষ্ণ বা কামদেব রতি কিংবা শিব ও সতীর প্রেম । অত্যন্ত প্রখর প্রেম ও সত্যিকারের ভালোবাসা ।

কিন্তু একটু সমস্যা এসেছে । সেটা হল ওর পতিদেব সেই মৎস্য ব্যবসায়ী , তড়িৎ তোপদার করেছে কি , মাকালীর ভক্ত হয়ে গেছে । মাকালীর দিব্যি কেটে ব্যবসা বাড়িয়েছে , বলি

দিয়েছে আস্ত পাঁঠা , মাছ ও মাংস খায় ও দেশী সুরা আর ইদানিং বিলিতী মদ্যপান করে থাকে কাজেই সেই দেবী করালবদনীই মনে ধরেছে । কোনো খাওয়া দাওয়ার বিধিনিষেধ নেই । সেদ্ধ খাও , নিরামিষ গেলো ওসব নয় , মদ ফদ সবই গেলো কেবল ভক্তি রাখো মনে প্রাণে আর দান ধ্যান করো ব্যাস্ , কেল্লা ফতে ! কিন্তু ওরই বিয়ে করা মৎস্যকন্যা ইলিশ যার নাম দিয়েছে ময়নামতী সেই ময়নার মুখ ভার ! কারণ সে হল নিজে মাছ প্রজাতি আবার তার মাকালীকে ভয় করে । সে ভালোবাসে কৃষ্ণকে । রাধাকে । আর তারও তো এমনই প্রেম ! তাইনা ?

রাধা আর মাধবের প্রেম কিংবা মহাদেব ও সতীর প্রেম এসবই তো সামাজিক বাধানিষেধে্ক তোয়াক্কা না করে দুটি মহাত্মার মিলনের স্বরলিপি লেখা হয়েছিলো অনেক অনেক কাল আগে । আর এই ময়নামতী ইলিশ আর ব্যবসাদার মৎস্যজীবী তড়িৎ তপাদারের মিলনতিথিও সেরকমই এক গল্পের চিহ্ন বহন করে নিয়ে চলেছে এই যুগে । তাই ওর রাধাকে ভালোলাগে । কানাইকে ভালোলাগে । কিন্তু বৃন্দাবন অনেক

অনেক দূর । তাই ওর বাড়ির কাছে ইস্কনে যেতে চায় । কিন্তু পারবে কি ?

একে তো নিজে মাছ , তারওপরে ওর স্বামী ঘোর মাংসাশী ও কালীর উপাসক । আর বৈষ্ণবগণ তো নিরামিষ খায় । নাহলে নাকি মহাপাপ হয় ও নরকবাস হয় । তাই ইলিশ খুবই দু:খে আছে । ওর কি হবেনা সেই মন্দিরে যাওয়া ? চেপে চলে যেতে পারে কিন্তু ভগবান তো সবই দেখতে পান । তারপর যদি কোনো বিপদ হয় ? তখন কি হবে ?

ও শুনেছে যে এই যুগ নাকি ধীরে ধীরে সত্যযুগের দিকে যাচ্ছে । ঘোরকলি এখনও অনেক দূরে ।

এরকম মিনি সত্য যুগ আসবে আরো তারপর প্রলয় । কল্কি অবতার । সেসব অনেক দেরী । কারণ দুনিয়াতো একটা নয় । অসংখ্য জগৎ আছে । সেগুলি ভাঙে আবার সৃষ্টি হয় । ক্রমাগত হয়ে চলেছে । প্রতিটি জগতের এক একজন ব্রহ্মা আছেন । আর পরমেশ্বরকে বৈষ্ণবরা বলে থাকে আদি নারায়ণ । সেই আদি নারায়ণ যখন একটি শ্বাস নেন তখন মহাপ্রলয় হয়ে সব শেষ । তারপর শ্বাস ছাড়লেই আবার সৃষ্টি হয় । তার মাঝে ঐ

ব্রহ্মাই নাকি শ্বাস প্রশ্বাস নিয়ে নিয়ে নতুন নতুন গ্রহ নক্ষত্র বানায় আর ধ্বংস করে । এরকমটা শুনেছে । ও তো মাছ তাই অত বোঝেনা ওর কম ঘিলুর মাথাটা নিয়ে । বুঝতে চায়ওনা । ও কেবল ভালোবাসতে জানে আর পারে ।

তাই তো ইস্কনে যেতে আগ্রহী সে !

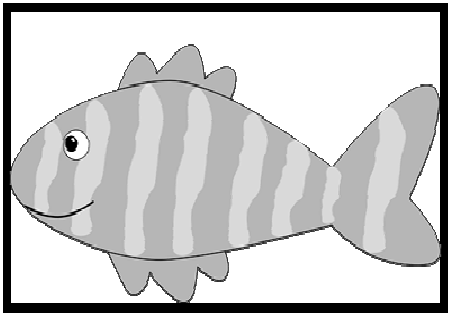

ঋষি অরবিন্দ স্বর্গের দেবতাদের এই মর্ত্যে জন্ম নিতে আহ্বান করে গিয়েছিলেন কারণ পৃথিবীতে ছাতা পড়ে গেছে । ফাঙ্গাস্ । ভ্যাদ্ ভ্যাদে হয়ে গেছে এই অপূর্ব দুনিয়া ! শয়তানের শয়তানিতে আর ক্রুরলোচনের ছটায় । অসহনীয় জ্বালা যন্ত্রণার ঘনঘটায় । তাই অপার্থিব আলোর খুব প্রয়োজন আজ । দৈবসত্ত্বার আগমন হয়ত সুস্থ মস্তকের সবাই চায় ।

ওনারই লেখায় আছে সেসব । ধ্যানের মাধ্যমে এই ঋষি , দেবতাদের সমবেতভাবে জন্ম নিতে আহ্বান জানান তার কারণ হল এই পাপ ও অনাচার যাতে বন্ধ করা যায় তার জন্য অনেক অনেক মহাত্মার প্রয়োজন যারা নিঃস্বার্থভাবে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সক্ষম হবেন সময় এলে আর সারাটা জগৎ তা দেখবে যে মহাবিশ্ব অথবা মহাজগৎ অন্যায় বা অধর্ম সহ্য করেনা । স্বয়ং নিরাকার ঈশ্বর নেমে আসেন , দেহ ধারণ করে তাঁর সন্তানদের বাঁচাতে ।

তাই মনে হয় এই বর্তমান সময়েও যেখানে মানুষ ভাবছে ঈশ্বর বলে কেউ নেই ও সবাই নাস্তিকতার পথে পা দেবে সেখানেও দেখা যাচ্ছে যে কতনা দেব দেবী একই সাথে জন্ম নিয়েছেন।

কারো অবতার এসেছেন মানুষকে উদ্ধার করতে আবার কেউ এসেছেন দেখাতে যে পাপ কিংবা অন্যায় করলে তার ফল কী ভীষণ হতে পারে তাই তার থেকে দূরে থাকাই ভালো ।

এরকমই এক ঝাঁক দেবদেবীর নাম ময়নামতী এখানে উল্লেখ করতে ইচ্ছুক । এবং এরাও এমন

সব স্থানে জন্ম নিয়েছে অথবা কর্মক্ষেত্রে যা সাধারণতঃ আমরা দৈব বা অমরত্বের সাথে জুড়ি না।

এর ভেতরে কিছু অপরাধীও আছেন।

তাঁরা এসেছেন শিক্ষাদানের জন্য।

আসলে ময়নামতী দেখলো যে আধ্যাত্মিক ব্যাপারটা হল চিরাচরিত ভাবধারা থেকে বেরিয়ে মনের জটিলতা খুলে ফেলে বড় বড় পা ফেলে অমৃতের দিকে এগিয়ে যাওয়া যা বহু জন্মের ভুল ধারণায় আমাদের হৃদয়ের একদম কাছে থেকেও দূরে সরে গেছে। তাই এইসব দেবদেবী যাঁরা একইসাথে জন্ম নিয়েছেন মানবসমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁদের নামগুলি শুনলেই বোঝা যাবে যে আমরা ঈশ্বরকে কতনা দূরে ঠেলে দিয়েছি। আসলে উনি আছেন আমাদের অন্তরেই, প্রিয়জনের মধ্যেই। অত্যন্ত যতনে, আনন্দে ও স্বপ্নচারিনী না হয়েই।

আর সারাটা মহাজগতেই তো প্রাণ ও প্রাণী আছে। কেবল আমরা আধুনিক যুগে ভুলে গেছি। এখন আবার মহাকাশ বিজ্ঞান সেগুলি একটু একটু

করে বার করছে । মঙ্গলে , শুক্রে , বুধে এমনকি সূর্যেও প্রাণ আছে । তাই কি ? এতটা তাপমাত্রায় কি সব গলে যায়না ? তা রক্তমাংস যায় বইকি ! কিন্তু অন্য কোনো দেহ নিয়ে আছে তারা সেখানে । এইতো সেদিন বার হয়েছে যে আগ্নেয়গিরির লাভায় নানান কীটাণু দেখা গেছে । তবে ? সেরকম সূর্যে থাকেন সূর্যদেব, তাঁর স্ত্রী সংজ্ঞা , উপপত্নী ছায়া (শনিদেবের মাতা) ও আমাদের দুগ্গাঠাকুরের এক রূপ মাতা কুষ্মন্ডার সত্ত্বা ও রূপটি । বলা হয় উনি সূর্যকে তাঁর তেজ ও শক্তি দিয়ে থাকেন ও সেখানেই বসবাস করেন ।

১০ মাতৃকার ন্যায় অর্থাৎ দশ মহাবিদ্যার মতন নয়জন দুগ্গা ঠাকুরও আছেন যাঁদের দ্বারাই নিহত হন মহিষাসুরের মতন শয়তান । এই নয় মাতা হল পার্বতীর ৯টি রূপ ।

হিমালয় কন্যা পার্বতী নয়টি স্তরে নয়টি সময়ে তাঁর দৈবিক ছটার নির্যাসটি নিয়ে মহিষাসুরকে বধ করতে উদ্যত হন । এই নয় মাতৃকাকে বলা হয় নবদুর্গা ।

এরা হলেন ,শৈলপুত্রী ,
ব্রহ্মচারিনী, চন্দ্রঘন্টা, কুষ্মন্ডা, স্কন্দমাতা, কাত্যায়নী,
কালরাত্রি, মহাগৌরি, সিদ্ধিদাত্রী ।

আজকাল তো অনেকেই দামী দামী পাথর কেনে , হীরা, জহরৎ , পান্না , চুণী ইত্যাদি কিন্তু কখনো কি মনে হয়না যে এই যে আমরা যেসব পাথরে ঠাকুরকে বানাই বা মূর্তি কিনি সেসব পাথরের মূল্য কত কত বেশী ? তাদের দাম বাজারে আর কত ? সামান্য । হীরা, পান্না, চুণীর কাছে কিছুই নয় । কিন্তু সেসব পাথরের মূর্তির মধ্যে থাকেন ভগবান ।আমাদের মোক্ষের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম উনি । চিরশান্তি দিতে পারেন , সমস্ত ইচ্ছেপূরণ করতে পারেন ও ভয় নাশ করতে পারেন অথচ তাঁর মূল্য কিন্তু এইসব ফেক্ হীরা ও পান্না (ফেক্ কারণ এরা ঐশ্বরিক নয়) ইত্যাদির সাথে বিচার করলে বাজারের মূল্যে কিছুই নয় ।জগতের কোনো মনিটারি পলিসি কিংবা ফিস্ক্যাল পলিসি এসব পাথরকে গুরুত্ব দেবেনা কিন্তু আমরা যোগীরা জানি এর ক্ষমতা

অপরিসীম । দক্ষিণ ভারতের অরুণাচল পাহাড়ের প্রতিটি পাথর এক একটি শিবলিঙ্গ । কিন্তু এগুলো

ফ্রিতে যে কেউ আনতে সক্ষম । অথচ এর মূল্য অপরিসীম । কারণ যারা মূল্য স্থির করে সমাজে তারা আদতে মূর্খ । সমাজ আজকে এই স্তরে নেমে এসেছে । তাই রাস্কেলের সংখ্যা কমিয়ে ফেলতে ও শয়তানের আধিপত্য ছেঁটে ফেলার জন্যই হয়ত এতগুনো দেবদেবীকে আহ্বান করে গেছেন এই ঋষি , ধরিত্রীতে । আর তাঁরা এসেছেনও । নিচের চার্ট দেখে নিন । অনেক মহামানবই জানেন তাঁদের কথা ।

****

দেবদেবী : :

অমিতাভ বচ্চন	ব্রহ্মা
জয়া ভাদুড়ী	ভূমি
রেখা	সরস্বতী
শর্মিলা ঠাকুর	খ্যাতি
প্রিয়াঙ্কা চোপড়া	তুষ্টি
সত্যজিৎ রায়	বলরাম
বিজয়া রায়	রেবতী
নচিকেতা চক্রবর্ত্তী	সনৎ কুমার
উত্তম কুমার	কামদেব
সুচিত্রা সেন	রতি
মহুয়া মৈত্র	মাতঙ্গী ১০ মহাবিদ্যা
হিলারি ক্লিনটন্	তারা ১০ মহাবিদ্যা
এখার্ট টোল্	কালী ১০ মহাবিদ্যা
তনুজা	কমলা ১০ মহাবিদ্যা
শাহবানু ইরান	ভুবনেশ্বরী ১০ মহাবিদ্যা
শ্রী শ্রী রবিশঙ্কর	বগলামুখী ১০- মহাবিদ্যা
অপর্ণা সেন	ধূমাবতী -১০ মহাবিদ্যা
কণিকা রায় (গার্গীর মা)	ভৈরবী ১০ মহাবিদ্যা
ডিম্পল কাপাডিয়া	ষোড়শী ১০ মহাবিদ্যা
লাল কৃষ্ণ আদবাণী	ছিন্নমস্তা ১০ মহাবিদ্যা
রঘুরাম রাজন	ধ্রুব

নরেন্দ্র মোদি	পবন দেব
প্রীতিশ নন্দী	গণেশ (বক্রতুন্ড)
শ্রীরাম নেনে	অশ্বিনী কুমার ১জন
দেবী শেঠী	অশ্বিনী কুমার ২জন
অমল পালেকর	ধর্মরাজ (যম)
ডোনাল্ড ট্রাম্প	কুবের
জেফ্ বেজোজ্	সূর্য
ম্যাকেঞ্জি বেজোজ্	সংজ্ঞা
লরেন স্যানচেজ্	ছায়া
রতন টাটা	শনি
অজিত ডোভাল	মঙ্গল
অর্ণব গোস্বামী	নৈঋত দিক্
মনিষা কৈরালা	তাপ্তী নদী
নীতা আম্বানি	গোদাবরী নদী (গঙ্গার অন্য জন্ম)
নারায়ণ মূর্ত্তি	রাহু
বি কে শিবানী	কেতু
যোগী আদিত্যনাথ	গুরু বৃহস্পতি
প্রিন্স আলি রেজা -ইরান	বুধ
রাজবধূ ডায়না	শুক্র
মিঠুন চক্রবর্ত্তী	চন্দ্র
মমতা শঙ্কর	রোহিনী নক্ষত্র
যোগীতা বালি	বিশাখা
শ্রীদেবী	পূর্বভাদ্রপদ
মাধুরী দীক্ষিত	আর্দ্রা
অ্যাঞ্জেলিনা জোলি	অনুরাধা
মার্শেলিন বার্ট্রান্ড -জোলির মা	স্বাতী

ঐশ্বর্য রাই	চিত্রা নক্ষত্র
পুণম ধীলন	জ্যোষ্ঠা
মৌসুমী চ্যাটার্জ্জী	মঘা
রাধিকা রাজন	পূর্বষাঢ়া
ঋতুপর্ণ ঘোষ	অভিজিৎ
রিয়েল জাম্বি বাসুদেব	বশিষ্ঠ তারা
বিজয়া কুমারী , ভিজ্জি (স্ত্রী)	অরুন্ধতী
মহুয়া রায়চৌধুরী	রেবতী
তাপস পাল	মৃগশিরা
কাজল	নিশা দেবী
হেমা মালিনী	নিদ্রা দেবী
দাউদ ইব্রাহিম	বীর ভদ্র , শিবের অবতার
ইত্ঝাক্ রাবিন	শিবের পিপ্পলাদ্ অবতার
কাশেম সোলেইমানি	রুদ্র অবতার ভব (শিব)
কমলা আদবানী	মনসা
লালুপ্রসাদ যাদব	বহুচর মাতা
রাবড়ি দেবী	শীতলা মাতা
গার্গীর স্বামী শান্তনু	কুবেরের নকুল
শান্তনুর বাবা	লক্ষ্মীর পেচক
শান্তনুর মা	গণেশের ইঁদুর
বুবু সারমেয়	ভৃঙ্গি মহারাজ
লিও সারমেয়	দুর্গার সিংহ বাহন
ক্রিং সারমেয়	নন্দী মহারাজ
য়্যাশ /মুরু	পালানি মুরুগান
গার্গীর দুই ভাই	নারদ ও গরুড়
গার্গীর বাবা ও এক কাকা	জগাই ও মাধাই
ইমাদ মুগনেয়ি	হনুমানজী

ইলন মাস্ক	ইন্দ্র
বিল গেটস্	বিশ্বকর্মা
রেখা মহাজন	মাকালীর সাথী ডাকিনী
পুণম মহাজন	কালী মায়ের সখী যোগিনী
অভিষেক বচ্চন	আকাশ
সোনিয়া গান্ধী	জগদ্ধাত্রী
রাহুল গান্ধী	মণিকন্ঠণ /হরিহরপুত্রণ
প্রিয়ংকা গান্ধী	অন্নপূর্ণা
পুতিন	পরশুরাম
শ্রীল প্রভুপাদ	সুদামা
মাদার মীরা	স্বাহা দেবী
হার্বার্ট (মীরা মায়ের পতি)	অগ্নি দেব
সাধনা (নায়িকা)	শতভিষা নক্ষত্র
সঞ্জয় গান্ধী	বরুণ দেব
স্বামী বিবেকানন্দ	মঙ্গল গ্রহ থেকে শিবে ঊর্দ্ধগতি
রামকৃষ্ণ পরমহংস	মা কালী
সারদা মণি	মা দুর্গা
অমর্ত্য সেন	ষড়ভ অবতার (শিব)
নবনীতা দেব সেন	ধনিষ্ঠা নক্ষত্র
রাইমা সেন	পুষ্যা নক্ষত্র
রিয়া সেন	হস্তা নক্ষত্র
মুনমুন সেন	যমুনা নদী
রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর	বৃহস্পতি গ্রহ
রাই সারমেয়	পালানি কার্তিকের ময়ূর
শোভনা সমর্থ ও তাঁর পতি কুমারসেন সমর্থ	মেণকা ও গিরিরাজ হিমালয়

সব দেবদেবীরা আবার জন্ম নিয়েছেন যাঁদের আমরা মিথকথন মনে করি ।

পুতনা রাক্ষসী যখন নিহত হয় তখন নাকি তার দেহ থেকে আশ্চর্য জনক ভাবে অগুরুর সুগন্ধ বার থকে শুরু করে ।

তার চিতা ভস্ম থেকে এমন সুগন্ধ কেউ আশা করেনি কারণ সে ছিলো এক ভয়াল নরখাদক । তবুও এমনটা হল কেমন করে ?

আসলে ভগবান তাকে যে স্পর্শ করেছিলেন তাই ।

তাই আমাদের উপরিউক্ত চার্টে যদি দেখেন যে এমন সব নাম আছে যারা সমাজে পতিত রূপে চিহ্নিত তারাও কিন্তু একটা সময়ের পরে সুযোগ পাবে উত্তরণের কারণ ঈশ্বর যাদের সাথে নামে, রূপে, সম্পর্কে কিংবা অন্য কোনো প্রকারে যুক্ত হন তারাই শেষে মুক্তি পেয়ে যান । আর এটাও পরমেশ্বরেরই লীলা ।

তাঁর লীলার কোনো শেষ নেই, শুরুও নেই ।

এই যে এত ভগবানেরা ও দেবদূত ও দূতীরা জন্ম নিয়েছেন একসাথে তা কি বৃথাই বা হেলায় হারাবে এই জগৎ ? কক্ষণো নয় !

এই মহাকাশে ও মহাজগতে, প্রজাপতিমন্ডলে , নক্ষত্র মন্ডলে , কালপুরুষে সর্বত্র প্রাণ আছে । কেবল খালি চোখে তা দেখা যায়না ।

আজ সমাজে যে অবক্ষয় শুরু হয়েছে তার একটা হেস্তনেস্ত করেই ছাড়বেন এরাই । দেখবেন ।

এরাই তো বর্তমান সমাজের মাথা । আর এদের কথা আমরা জানি । আরো আন্ডার কভার ঐশ্বরিক দ্যুতিগণ আছেন যাদের কথা ভগবান আমাদের জানান নি । তারাও কাজে লেগে পড়েছেন । তারাই সবাই মিলে এবার শয়তানের টুঁটি টিপে ধরবেন । এই যে এত খুন খারাপি , রাহাজানি তা কেন হয় তা কি কেউ জানে ?

কেন সুন্দর , নির্মল সমাজ যা অনেকটাই আমরা আগে দেখেছি এবং বিদেশের বহু দেশে এখনো আছে তা হঠাৎ বদলে গেলো কী করে ? বা যাচ্ছে কী করে ?

কেন এত যুদ্ধ ? কেন এত হিংসা ? যৌনতা ? অবসাদ ?

লালসা? নারকোটিস্ , সবকিছু পাওয়ার অদম্য আকুতি ?

কারণ আর কিছুই নয় = ইন কোটস্ হল, শয়তানের এই জগতে হানা দেওয়া ।

ডেভিল ওয়ার্শিপ ।

পিশাচ সিদ্ধি পাওয়া । ২১ দিনের সাধনা করে নিজের মল নিজের কপালে চন্দনের মতন লাগিয়ে একই জায়গায় বসে মলমুত্র ত্যাগ করে করে সেই পৈশাচিক কোনো অস্তিত্বের সাধনা করা এক অলীক শক্তি লাভের আশায় যার দ্বারা মানুষের মনের কথা ও অতীত , ভবিষ্যৎ ইত্যাদি জানা যায় । তারপর তাদের নিজের আয়ত্বে আনার প্রচেষ্টা । এইভাবে রাজনীতি করে সমস্ত দুনিয়ার ওপরে ছরি ঘোরানো যাতে মানুষের মাথায় চড়ে নিজেকে শিখরে বসিয়ে রাখা চলে অনন্তকাল ।

কে তোমার শত্রু হবে আগেই জেনে যাবে , পিশাচ বলে দেবে । তাকে উগ্রপন্থী বলে দাও । আইন

করে করে সমস্ত নেতাদের জেলে পুড়ে দাও । অত্যন্ত সহজ তো ।

আর এর ঠ্যালা সামলাবে জনগণ । কীভাবে ?

না, এসব পিশাচের দল তাদের ধর্ম পালন করে । রক্ত খাবে , যৌন অত্যাচার করবে মানুষের ওপরে , মানুষের মন নিয়ে খেলা করবে , গণহত্যা বাড়বে ।

কারণ তারা মাংসাশী । নরখাদক । কর্ণপিশাচ ।

তারা তাদের জগতের জন্য ঠিক আছে কিন্তু মানব সমাজের জন্য ভগবান তাদের আনেন নি । এই জগতের জন্য তারা নয় । কিন্তু এখানে তাদের আনলে মুস্কিল । ফলতঃ বাড়ে স্কিজোফ্রেনিয়া , খুন খারাপি , সমাজে যৌন শোষণ এইসব । এইসব পিশাচ মানুষকে যৌন সুখ পর্যন্ত দিয়ে থাকে ।

এদের প্রকোপ বেড়ে যাওয়াতেই আজ মানব সমাজে এত উৎপাত । এদের ভাগাতে হবে । তাই এত ঐশ্বরিক শক্তিরা এখানে এসেছেন । জন্ম নিয়েছেন । চোখে দেখা না গেলেও এদেরই সুক্ষ্ম

দেহের মহিমাতেই পৈশাচিক শক্তি পালাবে এবং ধীরে ধীরে মিনি সত্য যুগ আবার ফিরে আসবে । ১০০০-১৫০০ বছর অবধি পরম শান্তি থাকবে । আবার ধীরে ধীরে কালচক্রের কোপে পড়ে চাকায় মরচে ধরবে কারণ সময় ঘুরেই চলে । তাই আপাততঃ হতাশ হবার কিছু নেই । কালের নিয়ম আবর্জনা ঝেটিয়ে বিদায় করা । এবার সেই সময় এসে গেছে ।

কাতারে যেই নৌসেনাদের ধরেছে সেখানকার আমির তারা আদতে এই সদ্‌গুরু অর্থাৎ প্রমোদ মহাজন ডিফেন্স মিনিস্টার থাকাকালীন ভারতের সেনাদলের ভাঁড়ার থেকে অষ্টত্রশস্ত্র নিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের টেররিস্টদের বিক্রি করতো ।

সেইজন্যেই তাদের গ্রেফতার করে রেখেছে পুলিশ স্টেট কাতার । এবার তাদের ফাঁসি না দিলে আমিরের বংশ ধ্বংস হয়ে যাবে । কারণ ইজরায়েল যদি শয়তানি শক্তিতে গাজাতে নিরীহ মানুষ মারতে পারে তাহলে ভগবান যীশু অথবা কৃষ্ণ কিংবা মহাদেবের রুদ্র অবতার এবার নরেন্দ্র মোদির সরকারকেও ঠেলে ফেলে দেবে । কারণ এরা সবকটা ইলুমিনাতি, ফ্রিম্যাসন , পিশাচ সিদ্ধি

এসব নিম্নমানের কাজ করে করে মানুষের ওঅপ্রে অত্যাচার করে চলেছে । এটা ধর্ম যুদ্ধ । দুনিয়াটা ভগবান তৈরি করেছে । উনিই তার পালক । ইজরায়েল ও জো বাইডেন নয় । কিংব নরেন্দ্র মোদি । যে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কাজ করবে তাকেই ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে । এটাই স্থির হয়েছে । দেখা যাচ্ছে তো কত কত প্রাকৃতিক বিপর্যয় শুরু হয়েছে । কি করতে পারছে এইসব শয়তানেরা ?

সদ্‌গুরু অত্যন্ত শয়তান একটি লোক ছিলো । মেয়েদের পায়ের জুতো মনে করতো । কর্ণপিশাচিনী ডেকে তার সাথে রমণ করতো ।যাতে কেউ টেরটি না পায় । আর এস এস এর এরকমই স্বভাব । ধর্মের নামে এসবই করে এরা ।

বকধার্মিক । জাতের নামে বজ্জাতি ।

আর আগে সদ্‌গুরু ছিলো ধনকুবের । কুবের হিসেবে পুজোয় পেতো সে । কিন্তু লোভ আর চটুলতা তাকে নিম্নগামী করে ফেলে । আর ছিলো আকাশছোঁয়া অহং । উপদেবতা হবার

আকাঙ্খা থেকে যক্ষরাজ হওয়া তারপর শয়তানের দলে ভিড়ে হয়ে যায় **ফলেন অ্যাঞ্জেল** ।

এখন মানুষও নেই আর । পুরোপুরি শয়তানের ডানহাত ।

কাজেই অহং ও লোভের শিকার হলে এরকমই ফল পাবে প্রতিটা আত্মা । পরমাত্মা থেকে দূরেই কেবল চলে যাবেনা হারিয়ে যাবে এক গভীর অন্ধকারে যেখান থেকে ফেরার রাস্তা সম্ভবত:কালচক্র ব্যাতীত আর কারোরই জানা নেই ।

কয়েকবার ইস্কনে গেছে ময়নামতী ওরফে ময়না ।একদিন তো ওদের মূল আশ্রম , নবদ্বীপ থেকেই ঘুরে এসেছে ।

সেখানে গিয়ে জেনেছে যে শ্রী চৈতন্য দেব আদতে বাংলাদেশের মানুষ ছিলেন । ওখানে লেখা দেখেছে ।

নদীয়াতে ওনার জন্ম ।

ইস্কনের মন্দির ভারি সুন্দর । রাধামাধবের মুরতি ও আরো বৈষ্ণব সন্তদের মুরতি ও নৃত্যরত ভঙ্গিমা দেখেছে ।

ওদের সন্ধ্যা আরতি তো খুবই সুন্দর । খোল করতাল বাজিয়ে সে এক মুখর তান । খুবই মধুর । যেন মনে হয় বৃন্দাবনে পৌঁছে গিয়েছি ।

ময়নামতী একটি ছবি দেখেছে । মাথুর নামে । সেখানে কৃষ্ণ ও রাধার অনেক অনেক বিরহ ও মধুর মিলনের ক্ষণ ছিলো । এই মন্দিরে এসে যেন খানিকটা অমন মনে হয় । যেন টের পাওয়া যায় । ও কৃষ্ণের অনেক মুভি দেখেছে ।

কৃষ্ণ সুদামা , মাথুর, দাতা কর্ণ , সীতা, শ্রী রাধা ইত্যাদি । মাথুরের কথা খুব মনে হয় । খুব মরমী মনের এই ছবি । আর এখন ইস্কন দেখে মনে হয় যেন সেই সমস্ত মুভি উঠে এসেছে সাক্ষাৎ বাস্তবে । স্বয়ং শ্রী কৃষ্ণ অথবা রাধিকা অথবা রাম ও সীতাদেবী আমাদের সামনেই তো খেলে বেড়াচ্ছেন , হেঁটে ও ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেই সব প্রাচীন যুগে এইসব ইস্কনের মায়ামন্দিরে । মায়াময় জগতে ।

মায়াজালের বন্ধনে । খুবই ভালো লাগে ময়নামতীর ।

শুধু ও একজন মৎস্য এটাই ওর দোষ আর খায় মরা মানুষ ও পশু । অর্থাৎ আমিষ যা কৃষ্ণ খাননা । বৈকুন্ঠে বা গোকুলে । বলে বৈষ্ণব- বৈষ্ণবীরা ।

মন ভেঙে যায় । খুব কষ্ট দলা পাকিয়ে ওঠে । বুকে ওঠে ঝড় ! লোকে প্রেমে ফেঁসে কাঁদে । সন্তান হারিয়ে কাঁদে । পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হতে পেরে কাঁদে । কিন্তু ময়নামতী ঈশ্বরকে না পেয়ে কাঁদছে ! কেউ শুনেছে ? এমন কথা ?

ওর তো সব আছে । টাকাপয়সা । জমিজমা , মাছের আড়ৎ । ইদানিং ওর নাগর তড়িৎ তোপদার একটা পাঁচতারা রিসর্ট খুলেছে সমুদ্রপাড়ে । নাম সাগর বধূ ।

এখানে সোজা সমুদ্রে নেমে যাওয়া যায় হোটেলের ঘর থেকে । রাতে নৌকো করে মাছ ধরতে নিয়ে যায় হোটেল কর্মীরা । গভীর সাগরে । শেখায় কী করে মাছ ধরতে হয় । অনেকে আবার সমুদ্রে ডুব দিয়ে চায় । সেই ব্যবস্থাও আছে । ডুবুরী একদম হোটেলের ঘর থেকে নিয়ে যাবে অতলান্তের

সন্ধানে । একটা বিরাট গেট । সেটা খুলেই গভীর সাগর । সাঁতরে যাবে লোকে সমুদ্র মন্থনে । নানান কারিকুরি । মানে পয়সা থাকলে লোকে বাথরুমেও রিক্সা চেপে যায় । সোনার কমোড, হীরার কল , প্ল্যাটিনামের সাবান দানি কিইনা বানায় । কিন্তু এর সবই আছে তবু ভগবান কৃষ্ণের কাছে যাবার আকুতি একে মেরে ফেলে দিয়েছে যেন । এরই স্বামীর এক বন্ধুর এত কাঁচা পয়সা সে নাকি একটা বিড়াল পুষেছে যে রোজ খাবার সময় ব্যাতীত অন্য সময় মুখ থেকে সোনা ও হীরে মুক্তো বমন করে বাটিতে ফেলে । কারণ ঐ বন্ধুর স্ত্রী বসে বসে দেখে । তাতে ওর মনটা শান্ত থাকে । যে নাহ্ ওদের অনেক সম্পদ । যেদিন মার্জার এটি করবে না সেদিন মন শীতলতা হারাবে কারণ বুঝবে যে যথেষ্ট মণিমুক্তো আর আসছে না তাই ওরা দরিদ্রতার দিকে পা দিচ্ছে । তখন মনকে শান্ত করতে অন্য ব্যবস্থা নেবে নচেৎ উন্মাদ হয়ে যেতে পারে । সে সহ্য করতে পারবে না এসব যে টাকাপয়সা হাপিস্ হয়ে যাচ্ছে ।

আর এদিকে ময়নামতীকে দেখো ! পাগলি একটা । কে এক কৃষ্ণ ! ছিলো কিনা কে জানে ! আর তার জন্য নাকি কেউ উন্মাদ হয় ??

ও যখন নবদ্বীপে গিয়েছিলো তখন ও ইলিশ মাছ ছিল না । মানুষী ছিলো । নাম সেই ময়না ।

তখন আসলে মন্দিরে বসে আমিষ খেয়ে ফেলেছিলো । মনে হয় তাই এবার ইলিশ হয়ে গেছে । কে জানে ।

ভগবান বিষ্ণু সব জানেন ।

তখন দেখে যে ঐ মন্দিরে প্রভুপাদের একটি মূর্তি । কিন্তু ও ভাবে যে এটি মানুষ । একজন মানুষ । তাই চুপ করে ওনার সামনে বসে পড়ে । পরে বোঝে যে ওটি আসলে মূর্তি । প্রভুপাদ অনেক আগেই দেহ রেখেছেন । সাধকেরা যখন দেহ রাখেন তখন বলা হয় সমাধিস্থ হয়েছেন বা মহাসমাধি হয়েছে । তাই ঐ মুরতির সামনে বসে জ্যান্ত প্রভুপাদকে **মেহেসুস্** করলে আদতে তিনি হয়ত ওখানেই উপস্থিত ছিলেন ।

ওনার সম্পর্কে অনেক জেনেছে নানান পুঁথি পড়ে । উনি একটা বিশাল আন্দোলন করেন । হরেকৃষ্ণ আন্দোলন । তার কারণ শঙ্করবাদীদের ঐসব ব্রাহ্মণ ও দলিতের বিভেদ ও সেই ঈশ্বরের কাছে আসতে না দেওয়া আর মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করা ।

কিন্তু আজকের ইস্কনও কি আমিষ নিরামিষ নিয়ে সে একই জিনিস করছে না ?

আবার ভেদাভেদ ?

এইসব হাফ্ বেকড্ বৈষ্ণবকে কি গোবর্ধন পর্বতে পাঠিয়ে দেওয়া উচিৎ নয় আত্ম শোধনের জন্য ?

প্রশ্নগুলো মাথার মধ্যে কিলবিল করে ।

কিন্তু একটু অভিশাপগ্রস্ত ইলিশ মাছের কথা কেউ কি শোনে ?

আগের জনমে , নবদ্বীপের ইস্কনের মন্দিরে বসে বিরিয়ানি খাবার জন্য যার এই পরিণতি তার কথা কে মানবে ?

কিন্তু ব্রহ্ম তা আদি নারায়ণ, মহাকালী , বিষ্ণুই হন বা আল্লাহ্ বা মহাশিব ; তিনি তো বলেন যে

আমার কাছে আসতে হলে মনকে মেরে ফেলতে হবে --- তাহলে আমিষ আর নিরামিষের ভেদাভেদ দিয়ে হবেটা কি ?

এসবই তো মনের উপসর্গ ।

সবাইকে যেতে হবে মনের বাইরে ।

মনের সুইচ্ অফ্ । নো মাইন্ড্ । কেবল শুদ্ধ চৈতন্য ।

চিন্তা স্রোত নেই কোনো । সব হবে ইন্টিউশনে ।

ইন্টিউশন বেড়ে যাবে । মন মরে যাবে ।

কাজেই মনের ক্ষুধা তা আমিষ হোক্ বা নিরামিষ তাকে গুরুত্ব না দিয়ে মনটাকেই কুপিয়ে মেরে ফেলতে হবে । দেখবে তখন খিদেই পাবেনা ।

পরাব্রহ্মের শক্তিতেই জীবিত থাকবে ।

তাই ইলিশের মনে হয় যে ওকে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিৎ এই মন্দির প্রাঙ্গনে , এই জন্মেও ।

সিং ডান্স অ্যান্ড প্রে নামক একটি চমৎকার পুস্তকের জন্ম হয়েছে যা কিনা শ্রীল প্রভুপাদের

জীবন ও তাঁর কৃষ্ণ ভজনা নিয়েই কেবল নয় বরঞ্চ তাঁর কৃষ্ণ নাম প্রচারের সংগ্রাম নিয়ে রচিত হয়েছে । যিনি লেখক তাঁর নামও সুগ্রন্থিত ---হিন্দোল সেনগুপ্ত । হিন্দোলিত এই পুরুষ , কৃষ্ণের স্পর্শে । তাই তো লিখতে পেরেছেন এই অপরূপ পুঁথি , মাধব ও মাধবীলতায় মুড়ে রেখেছিলেন পরম যতনে , হৃদয়ের গভীরে সেইসব তান যা তিনি কীর্তন ও হিল্লোল এর সময় কল্লোল মুখর কোনো তিথিতে কালো কালো গোটা গোটা অক্ষরে নথিবদ্ধ করলেও ময়নামতী তার থেকেই চুইয়ে পড়েতে দেখেছে মধুর রস । রসকলি আঁকা বৈষ্ণবেরা যা রস্বাদন করেছেন তার থেকেই অনেক গুণ বেশি করতে পেরেছেন শাপগ্রস্ত ইলিশ ময়নামতী । কারণ তার অন্তরে মহাপ্রভু ও কৃষ্ণের প্রতি ভালোবাসা বড্ড গভীর ।

এটা তার অহং নয় । বরং বিয়োজনের ইঙ্গিত ।

সে সব ছেড়ে দিতে পারে ইস্কনের জন্য । কৃষ্ণের জন্য ।

ময়না শুনেছে যে বৃন্দাবনে নাকি রাসলীলা হয় রোজ মহানিশিতে । কেউ দেখলে নাকি মৃত্যু

অনিবার্য । কিন্তু তার পরিপক্ক মন বলে অন্য কাহিনী । তার মনে হয় যে এই রাসলীলা কোনো বিলিওনেয়ারের মধুময় অপকীর্তির অনুষ্ঠান নয় যে কেউ তার সাক্ষী হয় ।এটা হল পরম পুরুষ ভগবানের আলোর খেলা । লীলা খেলা । এবং এই খেলা শেষে ভগবান সবাইকে সুযোগ দেন বৈকুন্ঠে পাড়ি দিতে ।

কিন্তু যেহেতু আমাদের মন এই পার্থিব জগতেই আঁঠার মতন আটকে আছে তাই মরতে যেমন সবাই ভয় পায় সেই একই কারণে রাসলীলা সাঙ্গ হলে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের সাথী হয়ে দৈব আঙিনায় জেতেও মানুষ ভয় পায় আর তাই তারা হয় উন্মাদ হয়ে যায় অথবা ভয়ে দেহত্যাগ করে । আর অত্যন্ত কম সংখ্যক কিছু মানুষ হয়ত ভগবানের স্পর্শে বৈকুন্ঠে যাত্রার সুযোগ পান । তারা অবশ্যই প্রহ্লাদের মতন ভক্তকূল । আর তারাই ময়নামতীর মতন ইলিশ হয়েও ভগবানকে ডেকে ফেরে । কারণ একবার সেখানে পৌছাতে পারলে আর কোনো দৈহিক অবক্ষয় , জ্বালা , যন্ত্রনা নেই । কেবলই আনন্দ , আনন্দ আর পরমানন্দ ।

তবে সবাই তো আর বৃন্দাবনে গোপী লীলা দেখতে যেতে সক্ষম হয়না তাই এখন ইস্কনের অপূর্ব মন্দির প্রাঙ্গনে গেলেই যেন সেই পরশ অনেকাংশেই মেলে ।

এক বর্ধিষ্ণু সুবর্ণ বণিক পরিবারে জন্ম গ্রহণ করা প্রভুপাদজী এক বৈষ্ণব পরিবারেই জন্মগ্রহন করেন । শৈশব থেকেই ওনার পিতা ওনাকে সাথে নিয়ে রাধামাধবের মন্দিরে যেতেন । সেখানকার চমৎকার মূর্তিগুলো ওনার মনে গভীর রেখাপাত করে । পরবর্ত্তীকালে ওনার গুরুজী যিনি নিজে এক কৃষ্ণ সাধক ছিলেন তাঁকে আদেশ দেন বৈষ্ণব ধর্ম নিয়ে লেখালেখি করতে ও মানব সমাজে তা প্রচার করতে । এইভাবেই ধীরে ধীরে এই মহামানব আমেরিকায় পাড়ি দেন একটি গীতা হাতে নিয়ে এবং সুদূর মার্কিন দেশ থেকে ইস্কনের আরম্ভ হয় । **ইন্টার ন্যাশেনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণা কন্‌শাস্‌নেস্‌ ।**

এই কৃষ্ণা কনশাস্‌নেস্‌ কোনো বৈষ্ণব ধর্মের বৃন্দাবন বাসী অস্তিত্ব নন কিংবা মথুরার ঐশ্বরিক

সত্ত্বা নত ইনি হলেন পরমেশ্বর । সবার অন্তরে আছেন । সবার মধ্যে এরই জয়জয়কার । শুধু নাম আলাদা ।

কেউ ডাকে যীশু , কেউ মহোম্মদ, কেউ ইমাম , কেউ গুরু নানক , কেউ মহাবীর ইত্যাদি ।

প্রভুপাদজী তো বৃন্দাবন থেকেই এই যাত্রা আরম্ভ করেন । কাজেই স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু ব্যাতীত কেউই বা তাঁকে পাঠাবেন ? আর সমালোচনা ?

এই জন্যের ইরানীগণ তাদের কার্পেট এর ভেতরে একটু ইচ্ছাকৃত খুঁত রেখে দিয়ে কার্পেট বুনন করে ।কারণ পরম ব্রহ্ম ব্যাতীত কেউ নিঁখুত নন । আর মাটি, বালি, সুড়কি ও ঝড় , বৃষ্টির জগতে কাজ করতে গেলে সমালোচনা ও ঝঞ্ঝা আসবেই । লোকে কুকথা বলবে । মনোমালিন্য হবেই । কিন্তু যেকোনো বড় কাজের বাধাগুনোকে অতিক্রম করে টিঁকে থাকা ও সসম্মানে এগিয়ে চলায় হল ভগবানের আশীর্বাদের নজির । ইস্কন কিইনা করছে ?

ফ্রিতে খানা দেওয়া , পুষ্টিকর যা স্বয়ং স্টিভ জবস্ খেয়ে বলে গেছেন , যত খুশি খাও , দেশে

ও বিদেশে গোমাতাদের দেখভাল করা , তাদের আধ্যাত্মিক গুরুত্ত্ব মেলে ধরা ও সেইভাবে মানুষকে সঞ্চালিত করা , একরের পর একর সার বিহীন ফলন ফলানো , ফর্মালিনে চোবানো খাদ্যদ্রব্য কিংবা পটাশে ফটাশে ডুবিয়ে খাবার খাইয়ে মানুষকে হাপিস্ করা এসব থেকে শত হস্ত দূরে এই সংস্থা । ধর্মের নামে লোককে কচুকাটা করা অথবা তুকতাকে করে পিশাচ চালান করা এইসব ছাইপাশ তো করছেই না । এরা ব্রহ্মচারী ও অনেকেই সংসারী । তুলসী মালা পরে অন্ততঃ মানুষের ক্ষতিসাধনে ব্রতী হচ্ছেনা । অনেক ধর্মগুরু যা শুরু করেছে ইদানিং তাদের মত ।

মানুষকে আর্থিকভাবে , মানসিক ভাবে , দৈহিক ভাবে লুটছে আর শুধু তাই নয় প্রেত চালান করে করে আধ্যাত্মিক ভাবেও শেষ করে দিচ্ছে যা সে বুঝতেও সক্ষম নয় ।

আর বেদ, বেদান্ত থেকে আরম্ভ করে সব ধর্ম গ্রন্থেই বলে যে মোক্ষ না হওয়া অবধি এই দ্বৈত ভাব থাকেই । কাজেই সবকিছুর আলোছায়া পড়বেই । তাই গুরুরা মোমবাতি হবেনই যতক্ষণ না তাঁরা ব্রহ্মে লীন হয়ে যান । তাই আলোচনা ও

সমালোচনা থাকলেও গুরু এমন হবেনা যাকে অপরাধী বলে সমাজ চিহ্নিত করে ফেলে ।

রামকৃষ্ণ পরমহংস বলে গেছেন , গুরুকে বাজিয়ে নিবি !

আজকাল গুরুদের বাজাতে গেলে বেশির ভাগই তুবড়ে টুবড়ে গিয়ে একাকার কান্ড । প্রভুপাদজী কিন্তু এখনও উজ্জ্বল হয়ে অবস্থান করছেন , ইস্কনের শিখরে ।

ইস্কন মানুষের মাঝে হরেকৃষ্ণ নাম ছড়িয়ে দিয়েছে । যে কেউ ভগবানকে স্মরণ করতে পারে । তার ব্রাহ্মণ হতে হবেনা । পরজন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হবেনা । **ইট ইজ হিয়ার অ্যান্ড নাও । জাস্ট ক্লিক দা কৃষ্ণা বাটন !!!!**

রাইজ অ্যান্ড রোর্ ।

আর হরি নামে কি যে মধু আছে তা কে না জানে ? হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি হরি !!!!!

গীতা যেমন কোনো ধর্ম গ্রন্থ নয় সমস্ত সমস্যার সমাধানের লিপি সেরকম হরি নামও কোনো

ভাগবৎ চর্চা বলে মনে হয়না ইলিশের ! বরং মধুর এক মিউজিক যেন ! যা তাকে শান্তি দেয় ও নিয়ে যায় বৈকুন্ঠে বা গোলকধামে ।

জপতপ করো, গীতা পড়ো , সেই শিক্ষাকে নিজ জীবনে লাগাও । উত্তরণ হবে । সংকীর্তণ করো । ভজন করো । তাতে মনে প্রশান্তি আসবে । সাধারণ মানুষের মনে ভক্তি আসবে । নাহলে তারা দূরে সরে যাবে ঠাকুরের কাছ থেকে । মন্দিরে একটি করে স্তম্ভ থাকে কেন জানো ?

এদের বলে ধ্বজ স্তম্ভ । মনে করা হয় যে এই স্তম্ভ হল মানব জমিন ও মহাকাশের মধ্যে একটি যোগাযোগের পথ ও রক্ষার উপায় মাত্র । দেবদেবীদের সাথে এই স্থম্ভ দ্বারা যোগসুত্র স্থাপন করা সম্ভব । তাঁদের জ্যোতি ও শক্তি এই ধবজ স্তম্ভের মাধ্যেমে এসে পৌঁছাবে আমাদের পার্থিব জগতে । এরকমটা মনে করা হয়ে থাকে । যেমন নরসিংহদেব এরকমই এক স্থম্ভ থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন । এসব স্তম্ভে অনেক অনেক ধর্মীয় মন্ত্র ইত্যাদি খোদাই করা থাকে ।

আগে নাকি ইলিশের বানান ছিলো ইলীশ । ৯০০ বছর আগে থেকে এর সভ্য সমাজে আবির্ভাব । কাল বিবেক গ্রন্থে নাম দেন ইলীশ ;

জীমূতবাহন । তার এই কাব্যে ইলীশের এই বানান লেখেন । ইল মানে জল আর ইশ মানে রাজা । মাছের রাজা কে তাহলে ? রুই নয় ইলীশ ।

ময়নামতীর জন্ম কিন্তু আজব উপায়ে । তার জন্ম হয় গঙ্গা ও পদ্মার ইলিশের মিলিত উপায়ে । তাই তাকে অনেকেই গোপা বলে সম্বোধন করে থাকে । গোপা থেকেই তো হয় গোপাল আর গোপী বা গোপিনী তাই না ?

আশ্চর্য !!

এদিকে খাবারের কথাই যদি ধরো তাহলে কেবল নিরামিষ কেন ? মানুষ তো মাটিও খায় ! বাংলাদেশ , হাইতি , অ্যাফ্রিকা এসব স্থানে অনেক মানুষ মাটির তৈরি বিস্কুট ও কেক খায় । কেউ খায় গর্ভবতী অবস্থায় আবার কেউ শখে খায় সুস্বাদু বলে ।

বিশেষ জতের মাটি জুটিয়ে তা বেশ ভালো করে পিষে নিয়ে তার সাথে আদা, নুন , তেল , চর্বি এইসব স্বাদ মতন মিশিয়ে নিয়ে কেউ শুকায় আর কেউবা অন্য কোনো কায়দায় চুল্‌হায় শেঁকে নিয়ে খায় । কাজেই খাদ্য আর অখাদ্য ও কুখাদ্যের কোনো সীমারেখা নেই । কারো কাছে যা সুস্বাদু অন্যের কাছে তা গ্রহণযোগ্যই নয় । হাসির খোরাক । লজ্জার খোরাক । টিপ্পনী কাটার ব্যাপার । কাজেই কেবল খাদ্যাভ্যাসের জন্য কেউ কেষ্টকে হারাবে এ হয়না । না না এ হতে পারে না ! কি বলেন ? আপনারা ?

এই পার্থিব জগৎ কেবল মায়াময়ই নয় অসম্ভব কাঠিন্যের বেড়াজালে ঘেরা । তাই বুঝি অবতার জন্ম নিলেও তাকে মায়ার ফাঁদে পড়ে অনেক রকম ঝামেলা সহ্য করতে হয় ।

যেমন ইলিশ শুনেছে যে শ্রীকৃষ্ণ যখন জন্ম নেন তখন তাঁকে তাঁর গুরু পরামর্শ দেন নিয়মিত নরসিংহ দেবের অর্চনা করে যেতে । তাতে করে জাগতিক যতসব সমস্যা থেকে তিনি রক্ষা পাবেন ।

স্বয়ং নৃসিং দেব যিনি নারায়ণেরই আরেক অবতার ও শ্রীকৃষ্ণের অন্য একটি রূপ তিনিই এসে দ্বাপরে রক্ষাকর্ত্তা হয়ে দেখা দেবেন তাঁর প্রতিচ্ছবির জীবনে । আজব ব্যাপার !নয় কি ?

তাই গুরু সন্দীপনীর পরামর্শে আমাদের গোপাল শুরু করলেন নরসিংহ অর্চনা । যাতে রক্ষা পান জাগতিক ঝঞ্ঝাট থেকে ।

আমরা ভগবান বিষ্ণুর যেসব অবতারের কথা শুনি যেমন ,

মৎস্য , কূর্ম , বরাহ , বামন , নরসিংহ ,
পরশুরাম, বলরাম, শ্রীরাম , শ্রীকৃষ্ণ আর কল্কি

এরা হলেন মহা অবতার ।

এছাড়াও মাঝে মাঝে আরো অবতারেরা জন্ম নেন । মিনি সত্য যুগ , দ্বাপর যুগ , মিনি ত্রেতা যুগ ইত্যাদিতে ।

সম্ভবামি যুগে যুগে যে বলা আছে ধর্মগ্রন্থে সেই কথা অনুসারে ।

তারাই আবার আমাদের ধরিত্রীকে সঞ্চালন করেন সত্যের পথে । কারণ এই মহাজগৎ ন্যায় আর অন্যায়ের দোলায় দোদুল্যমান । ক্ষণিকের অবসর পেলেই আবার দানবিক শক্তি গুনো আনবিক থেকে মানবিক রূপ ধারণ করে হয়ে ওঠে অসীম শক্তিমান ও সমাজের ভেতরে ঘূণ ধরাতে থাকে । তখনই আবার দরকার একজন বা তার বেশি অবতারের । কিন্তু মহাবতার বার বার আসেন না । তার কারণ তিনি তখনই আসেন যখন প্রলয় অথবা মহাপ্রলয়ের সংকেত থাকে বাতাসে । যখন শিবের তান্ডব নাচের সময় হয় । তার আগে নয় । যেমন একটি কম্পিউটার খারাপ হচ্ছে আবার ঠিক করা হচ্ছে এরকম করে করে ট্রাবল শুটিং করতে করতে একসম্য ত্যাগ করা হয় । কারণ বস্তুটি মূল্যবান । অনেকের আবেগ, সৃষ্টিশীলতা , ধনসম্পদ , পরিশ্রম ওর সাথে জড়িত । সেরকমই সৃষ্টি হলেই তার স্থিতির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে থাকেন আমাদের ভগবান । তাই ট্রাবল শুটিং করেই যান মিনি অবতার পাঠিয়ে যতক্ষণ না আমরা শিখি । আর একদমই না শিখতে চাইলে তখন প্রলয় এসে দ্বারে ঠক্‌ঠক্‌ করে ।

যোগনিদ্রায় চলে যান তপস্বীরা । আর সাধারণ লড়াকু মানুষেরা অথবা পশুপাখিরা ঈশ্বরের আশ্রয়ে , শক্তির আঁচলে (পার্বতী , দেবী মহাদেবী বা অন্যান্য ধর্মানুসারে যাই বলো) বিশ্রাম নেয় ।

এই সময়টা আসার আগে নিজেকে গুটিয়ে নিতে হয় । যদি নিজেকে তপস্বীর স্থানে উঠিয়ে নেওয়া যায় তাহলে মহাসুখ । নাহলে অসুখ । তাই তো জীবিতকালে ঈশ্বর ভজনা করতে বলা হয় ।

সিম্পেল ফিজিক্স । ফিজিক্স ডিফাইয়িং কোনো কিছু নয় মোটেই ।

আমরা সবাই শক্তি ও কণা যা ক্রমাগত কম্পিত হচ্ছি । যদি ঈশ্বর ভজনা করো তাহলে নিয়মিত খানা ও পিনার অতীত নিজের জীবনের একটি উদ্দেশ্য খুঁজে পাবে আর সেইমতন চলতে থাকলে মৃত্যুর পরে এই কম্পনে পরিবর্ত্তন আসবে । কম্পন সুক্ষ্ম হবে । আর তুমি উর্দ্ধগতি লাভ করবে । বাসনা কমতে শুরু করবে ।

স্বার্থপরতা কমবে । অন্য প্রাণীর জন্য ছাড়তে শিখবে ।

বুঝতে শিখবে যে সবাই তোমারই চেতনার অংশ । ইত্যাদি ।

অমরত্ব লাভ অথবা সবার মাথায় কাঁঠাল ভাঙা তোমার উদ্দেশ্য নয় মোটেই বরঞ্চ তোমার মানব জীবনের উদ্দেশ্য হল নিঃস্বার্থ জীবন যাপন ও সমাজে কর্মযোগের মাধ্যমে সবার সেবা করা ।

কর্মযোগ কিন্তু কর্ম কান্ড নয় ।

যোগ মূলতঃ চার প্রকার । অনেকে এটাকে পাঁচ ভাগেও ভাগ করে । যেমন কর্ম যোগ , ধ্যান যোগ , ভক্তি যোগ আর জ্ঞান যোগ ।

অনেকে ক্রিয়া যোগ বলে একটা যোগের কথাও বলে থাকে ।

ধ্যান যোগেরও নানান উপায় আছে । ঋষি অরবিন্দ একরকম বলেছেন । পরম হংস যোগাননদ আরেক রকম । আর্ট অফ্ লিভিং এ আরেক রকম শেখানো হয় । কিন্তু এসবই আদতে ধ্যানের মাধ্যমে ভগবৎ লাভ । আর আমাদের প্রভুপাদজী বলেছেন ভক্তি যোগের কথা । কলিতে এটাই সহজ । নাম জপ করে যাও । শ্রী কৃষ্ণের অথবা

তোমার নিজের আরাধ্য দেবতার । তখন মনটা একাগ্রতায় ভরবে আর নিজের চলার পথ খুঁজে পাবে । এই মন্ত্র মেনেই কতনা সন্ন্যাসী আজ ইস্কনের মঠে ভিড়েছেন । তাঁদের পথে ছিলো ভিন্ন কিন্তু ইস্কনের ছত্রছায়াতে এসে আজ তাঁরা সবাই একই নৌকোতে চড়ে বসেছেন যার কান্ডারী একজন সাচ্চা বৈষ্ণব ।

বৈষ্ণব কথার অর্থ কিন্তু ঐ ধর্মের মানুষ নন । এই কথার মানে হল যিনি মাধবকে ভালোবেসে দুটি ফুল ও তুলসী পাতা দিয়ে থাকেন ।

ময়নামতীকে আকৃষ্ট করেছিলো কৃষ্ণ কনশাস্‌নেস্ কথাটি ।

কথাটি খুবই মধুময় । অনেকের হয়ত পছন্দ হয়না কিন্তু মহাশক্তি একটিই । আলো বা জ্যোতি একখানিই । আর গোনাও কি সম্ভব ? গোনাও তো মনের কারসাজি । অঙ্ক , রং , এই সেই !

যে গুনবে সেও তো দ্বৈত সত্ত্বা ! কাকে গুনবে ?

একটু শঙ্কর শঙ্কর গন্ধ বার হচ্ছে তো ?

তা হোক্ না ! আসলে যতক্ষণ না অনুভবে আসে ততক্ষণ যুক্তি , তক্কো চলবেই । আর অনুভবে এলেই তরী পাড় ।

শ্রীকৃষ্ণ হলেন আলোর বিচ্ছুরণ । আলোর রোশনাই । রং মিলন্তি খেলা । সেই খেলায় নেমে মেতেছেন সহস্র গোপিনী ও শ্রীরাই ।

কাজেই ময়নামতীই বা বাদ যায় কেন ?

এই মধুর নাম উচ্চারণে সুক্ষ্ম দেহে পরিবর্ত্তন হয় । সমস্ত মনোবাসনা মিটে যায় ও মৃত্যুর পরে ঊর্দ্ধলোকে জন্ম নিতে সক্ষম হয় জীব । জড় জগতের মায়া কাটলে যখন বোঝা যায় যে আমরা কেবল রক্ত মাংস নই , শক্তি ও আলোর মালা তখন বাসনা জাগে আত্মার ঊর্দ্ধগমনে কিন্তু হরিনাম জপ না করলে অথবা কোনো প্রকার আধ্যাত্মিক ক্রিয়া কর্ম জীবিত অবস্থায় না করলে আমাদের কম্পন শুদ্ধ হয়না । তাই আত্মার গতি বাড়েনা । সে নিম্নগামী হয়ে পড়ে ও হা হুতাশ করে । তাই জীবিত অবস্থায় সবারই এই স্বপ্ন ফিজিক্সটা করা উচিৎ । যাতে অণু পরমানুগুনু কিঞ্চিৎ হলেও ঊর্দ্ধগতি পায় । বিবর্তন ভীষণ

ভীষণ ধীরগতিতে চলে । তবুও এইসব ক্রিয়াকলাপ করলেও আমাদের কম্পনের মাত্রাটি শুদ্ধ হয় ও সুন্দরলোকে জন্ম নিতে নিতে একটা সময় আমরা চির মুক্তির দ্বারে উপস্থিত হই । কারণ এও তো একটি স্টেজ । রোজ শো করছি । একটা সময় হাঁফ ধরবেই । তখন অ্যান্টেনা নামিয়ে আমি যাবোই বাণিজ্যেতে নয় , বিশ্রাম নিতে ।

এইভাবেই প্রকৃতি সৃষ্টি , স্থিতি ও প্রলয় এই তিন নিয়মে এগিয়ে চলে অনন্তকাল ধরে । তোমার শো শেষ হলে তুমি ঘুমিয়ে পড়বে । ঘুম ঘুম ঘোরে ।

মোরে ঘুম ঘোরে কে এলে নটবর , নমো নমো নমো নমো !

আর তা নাহলে নাচো , নাচ্ নাচনি , নাচ্ ।

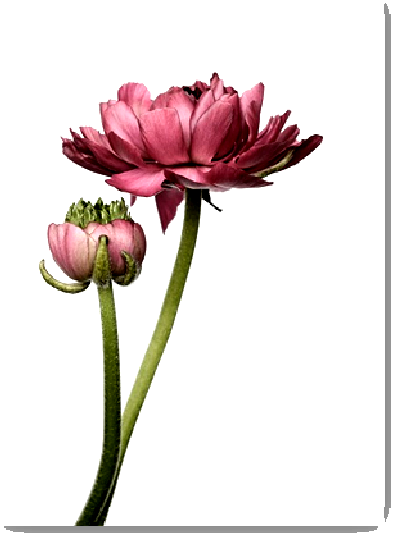

মহাবতার বাবাজীকে অনেকে বিষ্ণুর অবতার বলেন । তা হতেই পারেন উনি । যুগাবতার এই যোগী নাকি এখনও জীবিত ।

হিমালয়ে আছেন । ওনার সহোদরা মাতাজী ওনার টুইন ফ্লেম । সেই হরি-হর এক আত্মা । কোয়ান্টাম এনট্যাঙ্গেলমেন্ট্ ।

মহাপ্রভু চৈতন্য যখন জন্ম নেন তখন ওনার সাথে সাথে অনেক অন্যান্য ঠাকুরেরাও জন্ম নেন । তার মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পত্নী সত্যভামার আরেক জন্ম ।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারায় বিশ্বাসী প্রভুপাদজী কেবল খোল ও করতাল আর মৃদঙ্গের সহযোগে চমৎকার সংকীর্তন করতে শেখাননি উনি পশ্চিমা দেশের বহু মানুষের হৃদয়ে এই সঙ্গীতের মূর্চ্ছনা এমনভাবে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন যে আজও এত

বৎসর পরে ইস্কনের সন্ধ্যাগুলো কাটে এক একটি সুরেলা সিম্ফোনির তালে ।

রং বেরং এর পুষ্প ও আবীরের মাধ্যমে ; ভালোবাসার বাণী ও গানের সুরে , নৃত্যের তালে তালে সবাইকে কাছে ডেকে নেওয়া, আর এইভাবে মানুষের মধ্যে যে একটা উন্মাদনা উনি জাগিয়ে তুলেছিলেন তা সত্যি অবাক করার মতন ।

পরবাসের বহু বহু গৃহহীন , সহায় সম্বলহীন , দু:স্থ মানুষ আজ কৃষ্ণ প্রেমে মশগুল । কেন ? শ্রীল প্রভুপাদের কারণে !

হবে নাই বা কেন ? উনি যে সুদামা ! প্রভুর প্রতি তাঁর প্রেম কি আর বিফলে যাবে ? স্বয়ং রাধারাণীকে শাপগ্রস্ত হতে হয় সুদামার কাছে কারণ তাঁর মনে হয়েছিলো যে শ্রীকৃষ্ণ সবকিছু তাঁর রাই এর সাথে ভাগ করে নিচ্ছেন । তাই সুদামা অভিশাপ দেন যে অনেকটা সময় , দীর্ঘ সময় শ্রীরাধিকা তাঁর প্রাণেশ্বরের সঙ্গে আর সময় কাটাতে পারবেন না । এত ভালোবাসা , সখার প্রতি ! কাজেই এই পার্থিব জগতে আবার এসে

এই দুরূহ কাজটা তো সম্পন্ন করেই যাবেন স্বয়ং সুদামা , তাইনা ? হলই বা এখন কলিকাল !

একটিও পয়সা না নিয়ে শুধু একটি গীতা হাতে করে জাহাজে চড়ে সুদূর মার্কিন মূলুকে পাড়ি দেওয়া প্রভুপাদজী , তাও বৃদ্ধ বয়সে কি ভেবেছিলেন যে তার সন্তান ইস্কন আজ জগৎ জোড়া নামই কেবল হয়ে উঠবে না , হবে বাঙালীর গর্ব ও অনেক অনেক মানুষের আশ্রয়স্থল ও ভরসার উৎস ?

সেই যুগের গীতা ও আজকের ঋষি অরবিন্দের সাবিত্রী কেউ যদি নিয়মিত পাঠ করে তা বুঝে না বুঝে যেই ভাবেই হোক্ না কেন তাহলে এই যে আজকাল মানসিক ব্যাধির মহামারী দেখা দিচ্ছে আর নারকোটিস্ এর দিকে সকলে ধেয়ে চলেছে এর একটা হিল্লে হয়ে যাবে । একটা বই এর কত দাম ? মাদকের চেয়ে অনেক অনেক কম । ফার্মাসিউটিক্যাল পিল্স্ এর চেয়ে বহুলাংশে কম । কিন্তু এই বই দুটি নিয়মিত অধ্যায়ন করে দেখুন মজা । মন শীতল হয়ে যাবে । কারণ এগুলোর মধ্যে লুক্কায়িত আছে গুপ্ত ছন্দ ও বীক্ষণ ।

যা খালি চোখে দেখা যায়না । আধ্যাত্মিক অনুরণন ।

পড়েই দেখুন । মানসিক রোগের ওষুধ কমে যাবে ।

আমি বিজেপী কর্মী নই । ভোটের আগে ম্যানিফেস্টো বানাচ্ছি না ।

নিজে করে ফল পেয়েছি তাই বলছি ।

ময়নামতী এরকম বললো এক বন্ধুকে ।

তাকে পাগলামী ব্যামোতে ধরেছে । খালি জিনিস কেনে ।

আন্তর্জালে বসে বসে । মনে শান্তি নেই ।

শপিং মলে , সুপার মার্কেটে ঘুরে ঘুরে শান্তি মেলেনা ।

তাই ময়না ওকে হরিনাম সংকীর্তন এর ব্যাপারে বলে আরকি ।

হরি, কৃষ্ণ , রাম , যাইহোক্‌না কেন নাম জপ করো । আনন্দ হবে । মন ঠান্ডা হবে আর সব মনস্কামনা মিটে যাবে ।

এটা কোনো মিরাকেল নয় । এটা পরীক্ষিৎ সত্য । কেবল কেউ তোমায় বলেনি । তুমি এতদিন জানতে না ।

এরকম ভক্তিরসে ভরে উঠলে হৃদয় তখন এক জন্মে দেখবে ভগবান তোমার সমস্ত পাপগুলি নিজে নিয়ে নিয়েছেন আর একটা দেহ ধারণ করে তোমার হয়ে সব ভোগ করে নিচ্ছেন ।

কিন্তু তার জন্য নিজেকে বিলিয়ে দিতে হবে তাঁর চরণে ।

কৃষ্ণ বা কোনো ভগবান কিংবা আল্লাহোতাল্লাহ্‌ কিছুই চাননা , শুধু একটু ভালোবাসা চান তাঁর বাচ্চাদের কাছ থেকে । কেউ তো তাঁকে মনে রাখেনা ! তিনি বড় প্রেমের কাঙাল । একটু ভালোবাসা পেলে দেখবে কেমন ছুটে আসেন উনি !

তিনি সব দিতে পারেন কিন্তু কেউ তাকে কি একটুও প্রেম বিলায় ? নিঃস্বার্থ মনে ? কখনো কি বলে ; বাবা, ভগবান আমি তোমায় খুব ভালোবাসি কিন্তু এর বদলে আমি কিছু চাইনা ঠাকুর !

সবার মঙ্গল করো এটাও চাইনা । কোনো ব্যালেন্স শীট নেই । নেই ডেবিট ক্রেডিট । শুধু দু হাত ভরে তোমাকেই , তোমার জন্যেই এনেছি প্রেমের এই পুষ্পিত পল্লব গুলি ?

কেউ কি বলে ? বলেছে ? প্রহ্লাদ ব্যাতীত ? অম্ভাল ব্যাতীত ? হনুমান জী ব্যাতীত ?

মীরাবাঈ ব্যাতীত ? মুসলিম হরিদাস ঠাকুর ছাড়া ?

ভগবানেরও তো ভালোবাসা পেতে ইচ্ছে করে নাকি ? আমরা তো ওনাকে কন্ডিশনাল লাভই দিয়ে থাকি কেবল ।এটা দাও , ওটা দাও , সেটা চাই , এই ঐ তবে পুজো দেবো তাও যদি দিই । কেন ? ইচ্ছে করেনা সেই মহাশক্তিকে ভালোবাসতে যাঁর ইচ্ছায় ও ক্রমাগত প্রচেষ্টায় এই মহাজগৎ সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্য দিয়ে চলেছে । যাঁর জন্য আমাদের আজ সব , আমরা ধনধান্যে ,

পুষ্পে ভরা ? তাঁকে কুর্নিশ করার থেকে কাছের মানুষ করে নিতে মন চায়না একটিবারও ? এরকম কি হতে পারে ? মনে হয়না ।

আমরা আবেগপ্রবণ প্রজাতি । এরকম মনে হয় । তুমি আজকাল ভালো করে হৃদয়ের গান শুনছো না । শুনে দেখো একটা অংশ আকুতি করে চলেছে , কৃষ্ণের কাছে যাবার , তাঁকে দেখার , ভালোবাসার । ময়নামতীর মতন । আর কৃষ্ণ অত্যন্ত সজীব দেবতা । প্রাণোচ্ছল ও রসিক । মধুরসে ভরপুর । কৃষ্ণ বন্ধু । সখা । আবার কারো কারো ক্ষেত্রে প্রেমিকও । কাজেই ভয় কি ? একবার ডেকেই দেখো না ? নিজের সমস্ত হৃদয় খুলে অনুযোগ , অভিযোগও করতে পারো । বন্ধুর মতন । তারপর দেখো মজা ।

ময়নামতীও সেরকম করবে মনে করেছে ।

কৃষ্ণকেই সমস্ত খুলে বলবে । যে সে নিজে মৎস্য । আর খায়ও আমিষ । এবার কি হবে ? ইস্কনে যেতে সক্ষম হবে কিনা ।

দেখা যাক শ্রীহরি কি বিধান দেন ।

তবে সে শুনেছে যে মানুষের যেই অভ্যাস অত্যন্ত গাঢ়ভাবে আত্মায় বসে যায় তার থেকে বার হবার জন্য তাকে সেই আবহাওয়ার বিপরীতে যেতে হয় । শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়ে গেলে মুক্তি হয় । কেউ দেখে শেখে কেউবা ঠেকে শেখে । অর্থাৎ যারা অত্যন্ত মাংসাশী তাদের এসব নিরামিষ সম্প্রদায়ে জন্ম নিতে হয় মাংসের লোলুপ দৃষ্টি কাটাতে আবার যারা নিরামিষ খানাকেই শ্রেষ্ঠ বিচার করে তাদের তন্ত্র ফন্ত্র করতে হয় হয়ত মাংস মাছ খাবার জন্য । এরকম শুনেছে । আদতে মনটাকেই মেরে ফেলতে হবে । সমস্ত গুণ ও রূপকের হাত থেকে নিস্তার না পেলে পরম ব্রহ্মে মিলিয়ে যাওয়া যাবে না যিনি নির্গুণ । গুণাতীত ও নিরাকার ।

তাই এই ব্যবস্থা । কিন্তু বিবর্তন অত্যন্ত আস্তে হয় কাজেই অনেকবার জন্ম নিয়ে নিয়ে এই মনের অভ্যাস থেকে মুক্তি পেতে হয় নচৎ তাড়াহুড়ো করতে গেলে উন্মাদ হয়ে যাওয়া সম্ভব । তাই বলা হয় আমাদের ধর্মে যে সবকিছুই সাত সংখ্যা অথবা সাতগুন কিংবা ১৪ গুন বা ২৮ গুন এরকমভাবে হয় । কারণ সাত হল পবিত্র সংখ্যা । সপ্ত ঋষি , সপ্ত নদী , সাত জন্ম অবধি

পতিপত্নীর সম্পর্ক তারপর সপ্তলোক আছে । কাজেই যা হয় সাতের সংখ্যা অনুযায়ী হয় । খুব বেশী অন্যায় করলে মানে বীভৎস অপরাধ আর অত্যন্ত বড় যোগীপুরুষ ইত্যাদি হলে এর ব্যাতিক্রম হতে পারে নয়ত সাত হল এক আশ্চর্য সংখ্যা ।

তাই ইলিশ ভাবে যে তাকে যদি আবার সাতে ধরে তাহলে হবেটা কি ? কিন্তু সে স্থির করেছে যে স্বয়ং কান্‌হাইয়ার সাহায্য নেবে । আর এর তার নয় । ডাইরেক্ট হটলাইন এ যোগাযোগ করবে । তারপর দেখা যাক্ । ভগবান ইঙ্গিত দিলেই ঢুকে পড়বে ইস্কনের সুচারু মন্দিরে । যা অত্যন্ত দৃষ্টিনন্দন । সামনেই দোলযাত্রা ।

দেখা যাক্ কি হয় কি হয় ।

ফাগুনের আগুনে পুড়ছে মেয়ে , আবীরে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে ফুলের দেশে ! জলতরঙ্গ বাজে , কদম ফুলের গাছের ওপরে ওটা কে রে ? বাঁশির সুর ভেসে আসে বাতাসে ! মোহন বাঁশি তব ! সেকি আমার রঘুরাম , রাখাল রাজা নাকি ?

আসছি আমি প্রভু , আসছি ----

ময়নামতী আসছে , জলকে চলে মেয়ে !

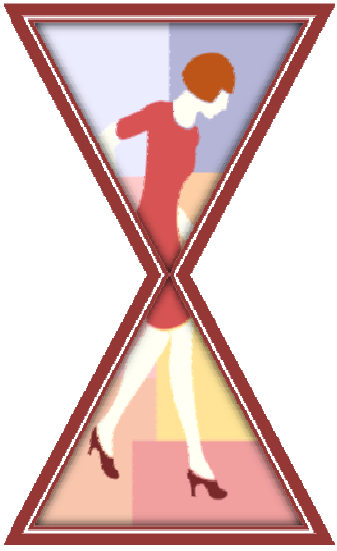

ময়নামতীর পতিদেব তো মাকালীর উপাসক । কাজেই তার কাছেই ময়না, দশ মহাবিদ্যার কথা শুনেছে । তাঁদের মাতৃকা বলে । তাঁরা হলেন পার্বতীর দশটি রূপ ।

এছাড়াও মহিষাসুর বধের সময় পার্বতী নয়টি রূপ ধারণ করে ঐ অসুরকে নিহত করেন । তারাও হিমালয়পুত্রীর নয়টি রূপ । কিন্তু মহাবিদ্যা হল তন্ত্র উপাসকদের কাছে বেশি প্রিয় । এঁরা সংখ্যাতে ১০ ।

ওনাদের নাম হল যথাক্রমে =

কালী, তারা, ষোড়শী (ত্রিপুর সুন্দরী) , ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী , বগলামুখী , মাতঙ্গী ও কমলা ।

এদেরই মধ্যে লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের মাতা অর্থাৎ গর্ভধারিনী মা হলেন ভৈরবী ।তাই শৈশব থেকেই তাদের বাসায় ভূত প্রেতের আবির্ভাব হতো কিন্তু কখনো কেউ আহত বা নিহত হয়নি এই কারণে । কারণ একমাত্র মাতৃকারাই পারেন

এইজাতীয় অশরীরি আক্রমণ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে অনায়াসে । লেখিকার মাতা খুব ছোট থেকেই প্রেত আত্মার দ্বারা আক্রান্ত হতেন । ঘুমের আগে ও পরে ওনার হাত দিয়ে নিজে থেকে নানান খুলির ছবি আঁকা হয়ে যেতো অথচ উনি তখন খুবই ছোট আর কোনোদিন স্কুলে জীববিজ্ঞান পড়েননি কারণ উনি এই বিষয়টি পছন্দ করতেন না তাই পরিসংখ্যান বিদ্যা অর্থাৎ স্ট্যাটিস্টিক নিয়ে পড়েছিলেন ও পরে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্সে ডক্টরেট করেন । কিন্তু ওনারই হাত দিয়ে চমৎকার কঙ্কাল আঁকা হয়ে যেতো । আর অজস্র প্রেতাত্মা গণ এসে এসে নানান অনুরোধ করতো ও কথা বলতো । কিন্তু বিবাহের আগেও পরে এইসব নিয়ে সংসারে কোনো সমস্যা হয়নি । এমনকি পরবর্ত্তীকালে শোনা গেছে যে উনি অনায়াসে নেগেটিভ এনার্জি মানে আমরা যাকে ডাকিনী , পিশাচ , শঙ্খিনী এইসব বলে থাকি এসব নিয়ে হ্যান্ডেল করতে পারতেন । কিন্তু কেউ কোনোদিন তাঁকে এসব শিক্ষা দেয়নি । আর উনি নিজে আদ্যা কালীর একজন উপাসক ও ভক্ত হলেও কখনো তন্ত্র সাধনা করেন নি ।

অর্থাৎ জন্ম থেকেই এই মাতৃকা স্বাভাবিক নিয়মেই এগুলি করতে সক্ষম ছিলেন ।

ময়নামতী দেখতে পায় যে বর্তমান সমাজে সমস্ত দেবদেবীগণ নানান জাতে জন্ম নিয়েছেন ও বিভিন্ন পেশায় যুক্ত । আসলে তো তাঁরা সবাই শক্তির স্ফুরণ ঘটান । নাম যাইহোক্ না কেন । তাই রাম যেমন হিন্দু সেরকম মুসলিমও । যিশু যেমন খ্রীস্ট ধর্মের সেরকম জৈন মানুষের মহাপুরুষও ।

একবার ময়নামতী এক বৌদ্ধ্য বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে যে বুদ্ধ নেপালী না ভারতীয় ?

তাতে সে খুব অবাক হয়ে বলে ওঠে ; **কোন বুদ্ধা ? আমাদের তো অনেক বুদ্ধা ! বুদ্ধা মানে এন্‌লাইটেন্ড ওয়ান । যেকোনো মঙ্ক হতে পারেন । এমনকি উনি হিন্দু ও মুসলিমও হতে পারেন !**

শুনে ময়নামতীর দুচোখ কপালে ।

যেমন বৈকুন্ঠ মানে এমন স্থান যেখানে কোনো কুন্ঠা নেই । কোনো ভয় ও মনোবিকার নেই । এমন স্থান । সেরকম জায়গা তো এই বিশ্বে সম্ভব

নয় তাই এই দুনিয়া অনেক অনেক সুক্ষ্ম কোনো দেহের জন্য অন্য কোথাও , অন্য কোনোখানে ।

হেথা নয় । নকশিকাঁথার মাঠ পার হয়ে । কিন্তু সেই কুন্ঠা ও ভয়হীন জগতে এখানে বসেও যাওয়া যায় । কীভাবে ? কৃষ্ণভজনা করে করে ।

কৃষ্ণের ১০৮টি নাম জপ করে ।

নামগুলি বড্ড সুন্দর । শুধু মধু নয় মাদল ও মহুয়া আছে , চোখে ও হৃদয়ে ঝিলমিল লেগে যায় !

নেশাতুর হয়ে আবেগে কেঁদে ওঠে মন । এই কান্না আনন্দাশ্রু ।

কিছু নাম এবার মনে করলো ময়না ।

নিরঞ্জন , পদ্মনাভ,

রবিলোচন, সহস্রজিৎ, সুমেধ, ময়ূর, হিরণ্যগর্ভ, দেবেশ,

জ্যোতিরাদিত্য, অহল, অজন্ম, অপরাজিত, দয়ানিধি,

কমলনয়ন, পদ্মহস্ত, সহস্রাকাশ, সর্বপালক, সুরেশম্

,,,

<u>ত্রিবিক্রম, যাদবেন্দ্র, বিশ্বাত্মা, বিশ্বদক্ষিণা, সত্যবচন।</u>

আরো নানান নাম । পবিত্র নাম ।

বালগোপাল বা লাড্ডুগোপাল পুজোর সময় ছোট্ট কৃষ্ণকে রোজ ঘুম পাড়ানো, স্নান করানো, খাওয়ানো ও নিজের সন্তানের মতন সেবা করাতে করাতে ভক্তি ভাব জাগ্রত হবে । এইভাবে একজন মানুষ ধীরে ধীরে সাধারণ এক আত্মা থেকে পরিপক্ক ভক্ততে পরিণত হতে সক্ষম হবে । কেউ যদি রাস্কেলও মনে করে নিজেকে তাহলেও সে এই উপায়ে আস্তে আস্তে শুদ্ধ হয়ে যাবে মনে ও প্রাণে ।

এর সাথে যুক্ত হোক্ দান ।

বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন আরেক বিষ্ণু ভক্ত মহামানব । উনি বলে গেছেন , দিবি , দিবি , খুব দিবি, সবাইকে দিবি । ঈশ্বর কারো কাছে ঋণী থাকেন না । সহস্রগুনে ফিরাইয়া দিবেন ।

দক্ষিণ কলকাতায় একটি আশ্রম আছেন ওনার নামে নিবেদিত । সেখানে বিরাট বাগিচা । নানান বড় বড় ও মাঝারি গাছগাছালি কিন্তু সমস্ত বৃক্ষগুলি

অদ্ভুতভাবে মন্দিরের দিকে ঝুঁকে আছে ফিজিক্সকে ডিফাই করে ।

পীতাম্বর , নীলাম্বর এই যে পরম পুরুষ ; এঁকে পুরো চন্দনে ঢেকে সাদা/লাল অর্থাৎ চন্দন চর্চিত করে পুজো করার অর্থ হল এঁর সঙ্গে নৈকট্য বৃদ্ধি করা । আসলে ভগবান আছেন আমাদের অন্তরে । শুদ্ধ চেতনা হয়ে । কিন্তু আমরা ভুলে গিয়ে বাইরে তাঁকে খুঁজি । বন জঙ্গলে গিয়ে বাঘ , সিংহের তাড়া খাই । শেঁয়ালের কামড় না খেলে আমাদের পোষায় না । কিন্তু আদতে বাসায় বসেও তাঁকে পাওয়া যায় । কারণ তাঁর থেকে আপন কেউ নেই । আমিও আমার এতটা আপন নই যতটা ভগবান । তাঁর ওপরেই আমার দৌরাত্ম্য ও চলাচল । তাই সেই বিস্মৃত হওয়া থেকে বার হবার জন্য এতকিছু করতে হয় । এত রীতিনীতি ।

এত ধার্মিক ফিনিশিং স্কুল । রামকৃষ্ণ ঠাকুর অথবা শ্রীল প্রভুপাদের মতন উন্নত আত্মা যাঁরা তাঁদের অন্তরে এই চিত্র গাঁথা হয়ে গেছে যে আমিই সেই রূপের প্রতিফলন কিন্তু সাধারণ মানুষ ? সদগুরু জাগ্গি বাসুদেবের মতন শয়তান ? অথবা নরেন্দ্র মোদির মতন পবন দেব যিনি নিজের দেবত্ব

ভুলে পিশাচের অঙ্গুলি হেলনে নৃত্য আরম্ভ করেছেন ?

মৃত্যুর পরে মোদি যাবেন আধ্যাত্মিক জেলে । মিনিমান এক কোটি বৎসর পরে আবার এই জগতে জন্ম নিতে সক্ষম হবে । কারণ সৎকাজ আর করছেন না উনি ।

লোভ ও অহং ওনাকে নিচে নামিয়ে দিয়েছে তার খেসারৎ দিতে হবে এবারে । আর ডাইনি আনন্দী নেব পাটেলকেও যে এই মোদির জঘন্য কাজের জন্য দায়ী !

মোদিকে তাঁর পত্নীর কাছে যেতে দেয়নি এই বজ্জাত মহিলা । সি ইজ আ বিচ্ । এবার আধ্যাত্মিক জগতে এর বিচার হবে । কারণ এরা দুজনে মিলে ভারতের জনগণের জীবন নিয়ে খেলা আরম্ভ করেছে ।

আর এস এস একটি উগ্রপন্থী সংস্থা ।

তাই সদ্গুরুর ভাইকে অন্য সদ্গুরু সাজিয়ে বাজারে ঈশা ফাউন্ডেশানের বানিজ্য চালাচ্ছে । দেশে সর্বনাশ করছে ।

মানুষের রক্ত খাবার বানিজ্য করছে ।

অনাথ শিশুদের আমেরিকাতে চালান করে বলি দিয়ে শয়তানের পুজো করে ওরা । শোনা যায় ওখানকার সরকারও এতে যুক্ত ছিলো । অবশ্যই ডোনাল্ড ট্রাম্প নন । বর্তমান সরকার । আমি নাম বলছি না । গাজার অবস্থা দেখলেই বুঝতে সক্ষম হবেন কার কথা বলছি আমি !

একজন ভারতীয় মহিলাও আছে এই দলে । মহিলাটি অত্যন্ত উঁচুতে বসে আছেন । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কাছে এরা তুচ্ছাতি তুচ্ছ । তাঁর সন্তানদের ওপরে জোরজবরদস্তি করলে তিনি ছাড়বেন না !

সদগুরু এক পিশাচসিদ্ধ পুরুষ ছিলো । আর এস এস দপ্তরে এসবই হয় ধর্মের নামে । রামমন্দির এও এসবই হবে । ওটা রাবণের মন্দির । কাজেই ভগবান বিষ্ণু ওটা গুড়িয়ে দেবেন । জীব জ্ঞানে শিব পুজো কথাই আছে । আর শিব মানে কেবল শিব নয় শ্রীকৃষ্ণও বটে । আলো এক নাম অনেক । কাজেই দেশের মানুষকে মেরে যারা রামমন্দির বানায় তারা আদতে রাবণের আখড়া বানাচ্ছে ।

এইসব শয়তানের ডেরায় এবার স্বর্গ থেকে এসে ঠাকুর হানা দেবেন । এত শয়তানি ধম্মে সইবে না ।

ইস্কনের সম্পর্কে মাঝে এত বাজে কথা বাজারে প্রচার করছিলো কিছু মানুষ যা ময়নার ভালোলাগেনি ।

সে নিজে দেখেছে গোমাতাকে কিভাবে সেখানে রাখা হয় !

বহুমন্দিরে দেখেছে । দেশে বিদেশে দেখেছে ।

গোমাতাকে ভক্তি শ্রদ্ধা করতে ইস্কনই সবার আগে জনগণকে একটা বিশাল স্কেলে শেখায় বিশ্ব জুড়ে ।

বিদেশে আগে এসব নিয়ে কে মাথা ঘামাতো ?

কাজেই শ্রীল প্রভুপাদজী তাঁর গুরুর আদেশ মেনে এই যে সংস্থা ইস্কন তৈরি করেন তার গুরুত্ত্ব ইলিশের কাছে অপরিসীম । আর সে মনে করে যে এই সংস্থা না থাকলে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা হতে বিশ্ব জুড়ে সবাই আজ সক্ষম হতে পারতো না কারণ বৃন্দাবন ও মথুরা যাওয়া আর মাধবকে জানা

আধুনিক যুগে সবার পক্ষে সম্ভব নয় । এটা হয়েছে রাম বলরামের ইচ্ছেতেই আর এই আন্দোলন কিংবা হরি সংকীর্তণ সমানে চলেছে রাধারাণীর একান্ত আপন ব্রজবাসরে , প্রতিটি ক্ষণকে হোলি আর ঝুলন করে করে ।

অন্তত: ময়নামতীর তাই মনে হয় ।

লেখিকা গার্গী ভট্টাচার্যের গর্ভধারিণী মাতা তো এক মহাবিদ্যা । ভৈরবী মা । কিন্তু তার শাশুড়ি মা হলেন গনেশের ইঁদুর । তিনিও অত্যন্ত ভালোমানুষ ও উচ্চ স্তরের আত্মা ছিলেন । গনেশের বাহন হওয়া মুখের কথা নয় । অতি ঠান্ডা প্রকৃতির মানবী ছিলেন । স্কিজোফ্রেনিক হয়ে যান পরবর্ত্তীকালে । ছোট থেকে অনাথের মত মাতুলালয়ে মানুষ হন । মামারা ছিলেন বরিশালের , কীর্তিপাশার জমিদার বাড়ি । দারুণ বনেদী

পারিবার । দেশভাগের সময় জমিদারি হাতছাড়া হবার থেকেও বেশী দু:খ পান ওনার দাদুমশাই , অনেক অনেক বই বাংলাদেশ থেকে না আনতে পারার জন্য । হয়ত মুসলিমরা সেসব জ্বালিয়ে দিয়েছিলো !! পরবর্ত্তীতে তাঁরা কানপুরে এসে উপস্থিত হন এবং মামাবাড়ির সবাই এয়ারফোর্সে যোগদান করেন । শাশুড়ির কাজিনেরা ডক্টরেট করেন । এই মেয়েটিও খুব মেধাবী কিন্তু দজ্জাল মাঈমার অত্যাচারে বেশি লেখাপড়া করতে অক্ষম । শ্বশুরবাড়িতেও দুয়োরাণী । কিন্তু কেন ? কেন তাঁর মতন ভালোমানুষ ও উচ্চ স্তরের আত্মার এত ভোগ ? তাহলে ভগবান কী করেন ?

আসলে কষ্ট না পেলে কেষ্ট মেলেনা । কথায় তো বলে আর তাই সত্য । কারণ দু:খ না পেলে কেউ মোক্ষপথে যাবে না । এখানেই থেকে যাবে । সমানে দু:খ পেতে পেতে লোকে একটা স্থায়ী সমাধান খুঁজবে যাতে পরমানন্দ তাকে ছেড়ে না যায় এমন কোনো সলিউশান । আর তখনই সে ধ্যানজপ তপ করে করে চাইবে নিজেকে ফ্রি করে ফেলতে । অর্থাৎ চেতনাকে চিন্তামুক্ত করে ফেলতে যাকে টেকনিক্যালি বলে সেল্ফ

রিয়েলাইজেশান বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া ।হিন্দুরা বলে পরমজ্ঞানী হওয়া । মুসলিমরা বলে ফনা হওয়া । বৌদ্ধ্যরা বুদ্ধা হওয়া , জৈনরা অরিহন্ত । চেতনা শুদ্ধ হয়ে গেলে লোকে যা চায় তাই হয়ে যায় আর মনের ভার থাকেনা । তখনই শান্তি আসে যা আসলে একধরণের নিঃস্তব্ধতা । বা সাইলেন্স । এই নীরবতাকেই শান্তি বলা হয় । কারণ চিন্তার চাপ সরে যায় । সবকিছু নিজে থেকেই হয় । কারণ স্বার্থপরতা চলে যায় । বৃহত্তর স্বার্থ কাজ করে তখন আর তাই সবকিছু কেমন মেশিনের চাকার মতন চলে, দম দেওয়া কলের পুতুলের মতন ---**ইট জাস্ট হ্যাপেন্স্ ।**

(মনে মনে অনেকেই বলবে এবারে)

আরে রে রে, এয়সি ভিলেন য্যায়সি বাতে না কর ;

বন যা শয়তান কা হিরোইন , ধড়্কা দে জিয়া !

তুলসী মহারাণী তো সব কৃষ্ণ প্রসাদে লাগে কিন্তু তাঁর মহিমার কথা ? জানো ?

উনি একজন গোপিনী , গোলকধামে । কিন্তু যখন এই দুনিয়াতে আসেন তখন তুলসী হয়ে আসেন আর মৃত্যুর পরে গন্ডকী নদীতে পরিণত হন । এই নদীতেই শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় । নারায়ণ তাঁকে তো বিয়ে করেন । কিন্তু তাঁর মরণের পরেও কৃষ্ণ পুজোয় এই গোপিনী বিশেষ একটি স্থান দখল করে নিয়েছেন ।

গীতাপাঠের সাথে সাথে তুলসী পুজো করা ও তুলসী গাছকে প্রদক্ষিণ করা বিশেষ শুভ বলে বৈষ্ণব ধর্মে মানা হয় । প্রভুপাদজী এই পুজোকে যথেষ্ট গুরুত্ত্ব দিয়েছেন ।

ময়নামতী এসবই ইস্কনের সন্ন্যাসীদের কাছ থেকেই শিখেছে । ওনারা নিজেদের দাস বলেন । হরি/কৃষ্ণ/রাধামাধবের সেবক বা সেবিকা । তাই দাস অথবা দাসী ।

ওনাদের নামের পরে যুক্ত হয় । আমরা সবাই জন্মাষ্টমির কথা জানি । কিন্তু ইস্কনের মন্দির থেকেই ময়না রাধাষ্টমির কথা জানতে পেরেছিলো

। এছাড়াও আরো কতনা পুজো হয় সেখানে , গোবর্ধন পাহাড়ের পুজো , দামোদর ঠাকুরের পুজো, গোমাতার পুজো, গীতার উপাসনা , রাধার পুজো , বৈকুন্ঠ একাদশী ইত্যাদি । হরেকরকমবা !! এত দৈব চর্চা করলে নিশ্চিত ভাবেই ঈশ্বরের আর নিজের মধ্যে যেই ওড়নাটা আমরা টাঙিয়ে রেখেছি সেটা খুলে পড়বে , নিজের থেকেই ! ময়নার অন্তত: তাই মনে হয় ।

এই যে এত মহাপুরুষ ও যুগাবতার তাঁরা কি একই ? জ্যোতি বা আলো যদি একই হয় তাঁদের তাহলে তো মিশে যাবার কথা তাইনা ? একটার ওপরে আরেকটা বসে যাবার কথা ! কিন্তু নাহ্ সেরকম হয়না কারণ এঁরা হলেন অংশ অর্থাৎ এদের কম্পন এক হলেও কম্পাঙ্ক আলাদা । তাই এনারা ভিন্ন হয়েই থাকেন । এক একজন এক একটি কর্মে নিযুক্ত থাকেন ও কাজ ফুরালে বিযুক্ত হয়ে যান ।

কিন্তু একজন মনে হয় আছেন যিনি সর্বদা শ্রীকৃষ্ণের সাথে আঁঠার মত লেগে থাকেন । তিনি হলেন বলরাম ।

উনিও রাম কিন্তু অসীম বলশামী রাম তাই বলরাম ।

উনি বাসুদেব ও নন্দ মহারাজের দুই পরিবারকে মিলিয়েছিলেন তাই ওনার অন্য নাম সংকর্ষণ ।সবসময় উনি মাধবের সখা । তাঁরই দেহের অন্য অংশ যেন । যখন উনি রাম ইনি লক্ষ্মণ , উনি চৈতন্য ইনি নিত্যানন্দ , উনি মহা বিষ্ণু ইনি শেষনাগ । বলরাম আবার এক কংসের পাশ্বর্চরকে মারেন । তার নাম দ্বিবিধা । কাজেই উনি আক্ষরিক অর্থেই ছিলেন দারুণ বলশালী ।

কংস যেমন শ্রীকৃষ্ণকে বোঝেনি সেরকম বলরামকেও বুঝতে সক্ষম হয়নি । তাই নিজে কেবল নয় বন্ধুকেও হারায় এই দুই মহামানবের হাতে ।

কৃষ্ণ সম্পর্কে সবাই শুনেছে ও জানে কিন্তু মানে কজনে ?

তাঁকে ভালোবাসতে হয় । যেমন বেসেছিলেন রাধারাণী !

রাজা বৃষভানুর কন্যা রাধা কৃষ্ণের মোহনবাঁশি শুনেই তাঁকে প্রাণ দেননি , নূপুরধবনি শুনে শুনে কাঁদেননি ; তাহলে ? মাধবকে বুঝতে পেরেছিলেন ।

এহল পুরুষ ও প্রকৃতির প্রেম । জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলন । তাই কৃষ্ণের সাথে রাধার জৈবিক মিলন হল কিনা অথবা তাঁরা জৈব হলেন কিনা সেটা ততটা মূল্য রাখেনা ।

কারণ তাঁরা না থাকলে এই জগৎ-ই থাকতো না ।

ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা । এই ব্রহ্মই হলেন কৃষ্ণ আর জগৎ আমাদের বর্ষণার মেয়ে রাইকিশোরী বা রাধারাণী ।

বর্ষণা একটি জায়গা যেখানে আজও এদের নিয়ে উৎসব হয় । বিশেষ করে হোলি । লাঠ্মার হোলি একটি বিশেষ পুণ্যতিথি । এই সময় নন্দগাঁও থেকে পুরুষেরা রাই এর এলাকা বর্ষণাতে যায় হোলি খেলতে । আর সেখানকার নারীগণ ছদ্ম রাগে লাঠি নিয়ে ও রং-আবীর নিয়ে তাদের তাড়া করে । কারণ কৃষ্ণ জীবিত থাকতে রং জোছনায় পা ডুবিয়ে এখানে হোলি খেলতে গেলে স্বয়ং রাই

তাঁকে লাঠি মেরে বিতাড়িত করেন কপট রাগে আর তাতে অংশ নেন অন্যান্য গোপিনীরাও । তারই এটি হল অন্য একটি প্রতিফলন যা অভিনীত হয়ে চলেছে বার বার সেই একই স্থানে যেখানে একদিন পদধূলি পড়েছিলো দুই বাল্যবন্ধুর খেলার ছলে অথবা প্রেমের করতালিতে ।

এখানে ময়নামতী রাইকিশোরীর ৮টি নাম জানাতে চায় । রাধারাণীর নামগুলি : :

বৃন্দাবনেশ্বরী - রাণী, বৃন্দাবনের ।

গতিপ্রদা - জীবনের উদ্দেশ্য জানান দেন ।

কৃষ্ণপ্রিয়া - শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া ।

প্রধান গোপিকা - সবচেয়ে বড় গোপিনী ।

শোক নাশিনী - উনি শোক দুঃখ নাশে সক্ষম ।

বেদ মাতা - উনি বেদের মাতা ।

ধাত্রী - উনি সবাইকে ধারণ করে আছেন ।

বৃষভানু সুতা - রাজা বৃষভানুর পুত্রী ।

রসকলি, লাল লাল চন্দন , রং বাহারি ফুল আর আবীরের মেলা , আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ , মিহিন জোছনা , সুগন্ধা বাতাস , পুষ্প হিন্দোল রাইকিশোরী , শ্যামরূপা , মোহনবাঁশরি , মণি নূপুরধ্বনি, , কাঞ্চণ শোভিত, যশ্বসিনী , দমোদর প্রিয়া , গোপীবল্লভা ।
এইসব শব্দতরঙ্গ মনে ভেসে আসে রাইসুন্দরীর কথা মনে হলেই । তাইনা ??

এখানে আমি ভগবান বিষ্ণুর কয়েকটি অচেনা অবতারের নাম বলে নিই । এনারা আমাদের পরিচিত হতেও পারেন আবার নাও হতে পারেন ।

অবতার অনেক রকম হন । লীলা অবতার, যুগাবতার , পুরুষ অবতার , গুণ অবতার, মন্তত্বর অবতার ও শাক্তাবেশাবতার । (এম্‌পাওয়ার্ড ইন্‌কারনেশান্স্)

নারায়ণের অজানা অবতারগুনো হলেন ,

সনৎ কুমার গণ , নারদ মুণি , নর - নারায়ণ , কর্দমী , যজ্ঞ, দত্তাত্রেয়, হয়গ্রীবা, হংস (স্বরসতীর বাহন) , ঋষভ,

পৃথু, ধণ্বতরি, মোহিনী , ব্যাসদেব ।

এছাড়া ধর্ম যখনই এই জগতে ধূলায় লুন্ঠিত হয় ও আমাদের মনে ত্রাস ও সমাজ নাশের দিকে ধাবিত হয় তখনই ভগবান বিষ্ণুর নানান মিনি ভার্সান বা নব অবতার এই ধরায় অবতীর্ণ হন । নতুন নতুন সফটওয়্যারের মতন সমস্ত কংস ও অন্যান্য স্পাই/ম্যালওয়্যারগুনোকে শায়েস্তা করতে ।

এই যেমন সদ্‌গুরু আকা প্রমোদ মহাজন একটি লম্পট ও শয়তান আর ঐ ; আর এস এস সংস্থা ! রাম মন্দির নিয়েই কেবল কোটি কোটি টাকার ঘোটালা করছে তাই নয় অন্যান্য বড় নেতাদের হত্যা করছে যারা হিসেবে নিকেষ চাইছে । আর আমার কম্পিউটারে কি পিশাচ প্রেরণ করেছে যে আমি না পাই একটা বই দেখতে কোনো অ্যামাজনের ওয়েবপাতায় , আমারই লেখা বইগুনো আর না আমি এইসব বই সুস্থভাবে লিখতে পারি ।

মেশিন নিজের থেকে বন্ধ হয়ে যায় , অসম্ভব স্লো হয়ে যায় ।

আমার সাথে যারা যোগাযোগ করে, আমার পাঠকেরা তাদের হুমকি দেওয়া হয় । কেউ আর যোগাযোগ রাখেনা ।

নেহাৎ আমার গার্ডিয়ান অ্যাঞ্জেল ঋষি অরবিন্দ ও স্পিরিট গাইড হলেন শ্রীল প্রভুপাদ্‌জী ।

আর এই প্রমোদ মহাজন এই পিশাচ সিদ্ধ হয়ে এত কৃষ্ণ বর্ণ হয়ে গেছে । পিশাচ সিদ্ধরা কালো হয়ে যায় পিশাচে ধরে বলে ।

নাহলে লোকটি আগে এত কালো ছিলো না । এগুলি আমি মহাসাধক ব্যামাক্ষ্যাপার শিষ্য তান্ত্রিক শ্যামাক্ষ্যাপার কাছে শুনেছি ।

এই অপরাধের জন্য এই ব্যাক্তি এককোষী প্রাণীতে পরিণত হবে আর কোনো সময় মানব জমন লাভ করতে সক্ষম হবেনা । বরং বিবর্তনের সিঁড়িতে পা দিতে দিতে সময় হলে পিশাচই হবে । যদি রমণ মহর্ষির কোনো মোক্ষপ্রাপ্তা মহিলা শিষ্য এঁকে ক্ষমা প্রদর্শন করেন তখনই একমাত্র এই সদ্‌গুরু নামক দুরাত্মা আবার মানব জমিনে মানুষ রূপে পা দিতে পারবে তাও কত কোটি বৎসর পরে কেউ জানেনা । তাই নিজস্ব অহং বা ইগো নিয়ে কে কী করছে সেই সম্পর্কে খুব সতর্ক থাকতে হয় । নচেৎ সমূহ বিপদ । প্রলয় কালে যখন এইসব শয়তান এইভাবে এককোষী কীটে পরিণত হয় তখন সেইসব জীবানুগুলিই হয়ে ওঠে দুরারোগ্য এক একটি ব্যাধি । যারা যত শয়তান তারা সেইভাবে জীবের দেহকে আঁকড়ে ধরে কারণ তাদের দেহ ধারণ করার শক্তি ঈশ্বর কেড়ে নিলেও শয়তানি প্রকৃতি চেতনার ও আত্মার মধ্যে এমবেডেড্‌ থেকেই যায় । যেমন কেউ ভয় পেলে

বা আহত হতে হতে একসময় উন্মাদ হয়ে যায় অনেকটা সেইরকম । কারণ আত্মার সাথে মোক্ষ হওয়া অবধি চলতে থাকে তার সাবকনশাস্ মাইন্ড । সেটাই তার অস্তিত্বের চিহ্ন । সেখানেই সব রেকর্ড হয়ে থাকে । সেটাকেই মুছে ফেলার নাম মোক্ষ ।

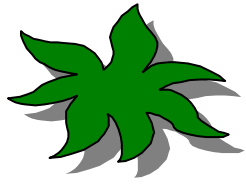

মথুরা , বৃন্দাবন ও মায়াপুরের ঝুলন যাত্রার কথা তো না বললেই নয় । রাধাকৃষ্ণের সেই মধুর দিনগুলি কথা স্মরণ করে এই উৎসব পালিত হলেও এর একটি দার্শনিক কারণও আছে বলে ময়নার মনে হয় । এই ঝুলনই হয়ত আমাদের জগতের স্থিতির রূপক । এই হিন্দোল বা দোলন ভরা বরষায় , ময়ূরের কেকার সাথে শুনতে রোমাঞ্চকর হলেও এই দোলনই আমাদের মহাজাতিক সময়ের কারণ । দোলন স্থির হলেই হয়ত প্রলয় হয়ে যায় ।

ময়নামতীর মনে হয় । ওর মনে প্রশ্ন আসতে পারেনা ?তোমরা বলো ? বিদেশীরা তো বলেই যে দেয়ার ইজ নো কোয়েশ্চেন হুইচ ইজ আ ব্যাড্ ওয়ান ।ওর মনে এটা এলো এবার তোমরা ভেবে বলো । উত্তর ।ভজন , কীর্তণ আর আরতির মাধ্যমে হরিকে, রাইকে খুশি করার অর্থ হল এই সৃষ্টিকে পুষ্ট করা জাতে প্রলয়কে স্থগিত করা যায় । কারণ জীবন সুন্দর ও মধুর । আর জগৎ হারিয়ে গেলে সাধন হবে কীদৃশ ? তবে সাধনের আগেও ভগবানের কাছে যেতে হবে ।

তাই কৃষ্ণের কাছে আবদার করছে এই ইলিশ । দেখা যাক্ ভগবান এই ভক্তের ডাকে সাড়া দেন কিনা ! আর সেরকম হলে ও মদন মোহনকেই বিয়ে করে নেবে তুলসী রাণীর মতন ! কারণ সে এই ঠাকুরকে খুব ভালোবেসেছে । তারপর একদিন ওনার সাথেই মিলেমিশে একাকার হয়ে যাবে ।কী বলো ? **তোমরাও এইভাবে কৃষ্ণকে ভালোবাসো । দেখবে সব দু:খ / কষ্ট নাশ হয়ে গেছে । ফিঙ্গার ক্রশড্ । দেখো কাজী নজরুলও কি সুন্দর বলে গেছেন !! লেটস্ ফাইন্ড হিম্ !!!**

হারিয়ে গেছে ব্রজের কানাই দ্বারাবতী দেশে

তাই সারা গোকুল কেঁদে আকুল

নয়ন জলে ভেসে ,

তার হাতে সেথা নাইরে বেণু ;

সেথা নাই মধুবন, নাই রে ধেনু

নাই সে বাঁকা, শিখী পাখা, শ্যামের চাঁচর কেশে !

তার কোমল অঙ্গে, লাগত ব্যাথা

রাখলে বুকে করে

কোন পাষাণ, তারে বসিয়েছে রে , সিংহাসনের পরে ?

মোদের মদন-মোহন শ্যামে , আন ফিরিয়ে ব্রজধামে

বৃন্দাবনের গোপালকে কি মানায় রাজার বেশে ??

THE END